অধ্যায়ঃ যাকাত

যাকাত সংবিধিবদ্ধ হওয়ার রহস্যঃ

১) বরকত স্বরুপ মাল বৃদ্ধি লাভ করা। নবী ﷺ বলেনঃ

(ما نقصت صدقة من مال) (رواه مسلم)

কোন মালের সাদকা উহা কমায় না। (মুসলিম)

নবী ﷺ আরো বলেনঃ

(من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لـــصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل) (متفق عليه).

যে ব্যক্তি খেজুর বরাবর পবিত্র উপর্জন হতে দান করবে - আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু গ্রহন করেন না - আল্লাহ উহাকে ডান হাতে গ্রহন পূর্বক উহা তার মালিকের জন্য বাড়াতে থাকে যেমন করে তোমাদের একজন তার ঘোড়ার বাচ্চাকে বাড়াতে থাকে - এমন কি তা পর্বত সাদৃশ্য হয়ে যায়। (মুত্তাফাক আলায়হে)

২) যাকাত একটি সুদৃঢ় আড় স্বরুপ হয়ে যায়। যা সম্পদকে বিভিন্ন বিধ্বংশী বালা মুসীবত হতে রক্ষা করে। যা ধ্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যাকাত না দেয়ার কারনে।

৩) যাকাত আদায় কারীকে কৃপনতার মন্দগুণ ও গুনাহ্ হতে পূত পবিত্র করে তোলে। তার অন্তর থেকে সম্পদের প্রতি লোভ লালসা মিটিয়ে দেয়।

৪) ইসলামী সমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এবং চারিত্রিক বিভিন্ন অপরাধের অবসান ঘটায় এই যাকাত।

৫) ধনী গরীবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে যাকাতের সুপ্রভাব রয়েছে।

৬) যাকাত ধনী ব্যক্তির জন্য একটি পরীক্ষাও বটে। কেননা তাকে নিজের প্রিয় সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য বের করতে হয়।

যাকাত পরিত্যাগ কারীর শস্তিঃ

নবী ﷺ বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরেও তার) যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামত দিবসে উহাকে বিষধর সাপে রুপান্তরিত করা হবে। যে তার মুখে দংশন করে বলবে, আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী)

যাকাতে সংজ্ঞাঃ

আভিধানিক অর্থঃ বৃদ্ধি লাভ করা, বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদী। আল্লাহ বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। (আশ সামসঃ ৯)

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ যাকাত হল ঐ ওয়াজেব অংশ যা নির্দিষ্ট সম্পদের মধ্যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বের করা হয়ে থাকে।

উহার বিধানঃ

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা উহা ওয়াজিব।

কুরআন থেকে দলীলঃ

وَآتُوا الزَّكَاةَ

আর যাকাত প্রদান কর। (নূরঃ ৫৬)

হাদীস থেকে দলীলঃ নবী ﷺ বলেন, ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর ভিত্তিশীল তা হল কলেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব । (বুখারী ও মুসলিম)

ইজমা হতে দলীলঃ সমস্ত মুসলিম এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, যাকাত দেয়া ওয়াজিব। এবং যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে উহার ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করতঃ তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

ইসলামে উহার মর্যাদাঃ

যাকাত ইসলাম ধর্মের তৃতীয় রুকন। উহাকে নামাযের সাথে সংযুক্ত করে ৮২টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের ২য় সনে যাকাত ফরয হয়। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যাকাত আদায়কারীদের প্রেরণ করতেন তারা উহা আদায় করত, তারপর হক্বদারদের মধ্যে বন্টন করে দিত।

নেসাব ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যঃ

নেসাবঃ উহা সেই পরিমাণ সম্পদ যাতে যাকাত ওয়াজেব হয়।

যাকাত হলঃ উহা সেই পরিমাণ মাল যা নেসাব হতে নেয়া হয়ে থাকে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীঃ

মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হবে পাঁচটি শর্তের ভিত্তিতে:

১) ইসলাম

২) স্বাধীন হওয়া

৩) নেসাব পরিমানের অধিকারী হওয়া

৪) সম্পদে পূর্ন মালিকানা থাকা (যেমন তার হাতে থাকবে, সে যা করতে চায় করতে পারবে।)

৫) এক বছর অতিক্রম হওয়া। (তবে ইহা যমীনে উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারন তাতে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

যে সমস্ত মালে যাকাত ফরয তা চার প্রকারঃ

১) চতুস্পদ জন্তু যা চারন ভুমিতে নিজেই চরে খায়।
২) যমীন হতে উৎপাদিত ফসল।
৩) স্বর্ণ-রৌপ্য
৪) ব্যবসায়িক পন্য

- উল্লেখিত সম্পদ গুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে না যে পর্যন্ত তাতে কতগুলো শর্ত পাওয়া না যাবে। অচিরেই সে গুলোর বর্ণনা আসবে।

প্রশ্নমালাঃ

১) আল্লাহতালা যাকাত সংবিধিবদ্ধ করেছেন সুউচ্চ রহস্য ও সু-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। উক্ত রহস্য ও উদ্দেশ্য গুলি কি কি?
২) যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর।
৩) যাকাতের বিধান দলীল সহ উল্লেখ কর। ইসলাম ধর্মে উহার মান কতটুকু?
৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।
৫) কোন কোন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব?
৬) নেসাব ও যাকাতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

অধ্যায়ঃ যে সমস্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়

প্রথমতঃ (سائمة) বা চতুস্পদ যন্তু

সংজ্ঞাঃ

(سائمة) ঐ সমস্ত চতুস্পদ জন্তু যা সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় চারন ভূমিতে চরে যায়। যেমনঃ উট, গরু, ছাগল।

এসব পশুতে যাকাতের শর্তঃ

১) পশুগুলি বছরের অধিকাংশ ভাগ চরে খাবে।
২) উহা বংশ বৃদ্ধির জন্য রাখা হবে। তবে যদি ব্যবসার জন্য তা প্রস্তুত করা হয়, তবে তাতে ব্যবসা পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কৃষি কাজের জন্য উহা রাখা হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই।

উটের নেছাব ও যাকাতের পরিমাণঃ

নেসাব	পরিমাণ	যাকাতের ওয়াজিব অংশ
প্রথম	৫ হতে ৯টি উট	একটি ছাগল, ৫ এর কমে যাকাত নেই
২য়	১০ হতে ১৪টি উট	২টি ছাগল
৩য়	১৫ হতে ১৯টি উট	৩টি ছাগল
৪র্থ	২০ হতে ২৪টি উট	৪টি ছাগল
৫ম	২৫ হতে ৩৫টি উট	বিনতু মাখায (অর্থাৎ- এক বছরের মাদী উট) না পাওয়া গেলে ইবনু লাবুন (যার বয়স ২ বছর)
৬ষ্ট	৩৬ হতে ৪৫টি উট	বিনতু লাবূন (দুই বছরের মাদী উট)
৭ম	৪৬ হতে ৬০টি উট	হিক্কাহ্ (৩ বছরের মাদী উট)
৮ম	৬১ হতে ৭৫টি উট	জাবআহ (চার বছরের উটনি)
৯ম	৭৬ হতে ৯০টি উট	দুটি বিন্তে লাবূন।
১০ম	৯১ হতে ১২০টি উট	দুটি হিক্কাহ

উটের পরিমান ১২১ বা তদুর্ধে হলে যাকাতের পরিমান স্থীতিশীল হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ৪০টিতে বিন্তে লাবূন এবং প্রত্যেক ৫০টিতে হিক্কাহ্ দিতে হবে।

গরুর নেসাব ও যাকাতের পরিমানঃ

নেসাব	পরিমান	যাকাতের পরিমাণ
প্রথম	৩০ হতে ৩৯ পর্যন্ত	তাবীআহ্ বা পূর্ণ এক বছরের গরু বা মাদী গরু দিতে হবে। ৩০টির নীচে কোন যাকাত নেই।
২য়	৪০ হতে ৫৯ পর্যন্ত	পূর্ণ দু'বছরের মুসিন্না দিতে হবে
এর পর নেসাব স্থায়ী হয়ে যাবে	৬০ হতে তদুর্ধ পর্যন্ত	প্রতি ৩০টি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০ টিতে পূর্ণ দু'বছরের মুসিন্না বাছুর যাকাত দিতে হবে।
যেমন	৬০ থেকে ৬৯	দুটি তাবীআহ্
	৭০ থেকে ৭৯	একটি তাবীআহ্ ও একটি মুসিন্নাহ্
	৮০ থেকে ৮৯	দু'টি মুসিন্নাহ্

ছাগলের নেসাব ও যাকাতের পরিমানঃ

নেসাব	পরিমান	যাকাতের পরিমাণ
১ম নেসাব	৪০ থেকে ১২০	উহাতে একটি ছাগল দিতে হবে
২য় নেসাব	১২১ থেকে ২০০	দুটি ছাগল দিতে হবে
৩য় নেসাব	২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত	তিনটি ছাগল দিতে হবে।
এর পর যাকাতের পরিমান স্থীতিশীল হবে যেমন		
যেমন	৩০১ হতে -	প্রতি ১০০টিতে একটি ছাগল দিতে হবে
	৩০১ হতে ৩৯৯	তিনটি ছাগল দিতে হবে
	৪০০ থেকে ৪৯৯	চারটি ছাগল দিতে হবে

বিঃ দ্রঃ

- যাকাতের ক্ষেত্রে সাঁড়, অতিবৃদ্ধ, ত্রুটিপূর্ন, খারাপ সম্পদ, অসুস্থ এবং ছোট গ্রহন করা হবে না। কারন এতে যাকাত প্রদান কারীদের (বা যাকাত গ্রহন কারীদের) প্রতি ক্ষতি সাধন করা হয়। তবে যদি সবগুলো পশুই সে রকম হয় তাহলে সে ধরণের পশু যাকাতে বের করা যাবে। এমনিভাবে গর্ভবতী বা বাচ্চাকে দুধদানকারীনী বা যে মাদী পশুকে নর পশু দেখানো হয়েছে- কেননা সাধারণত: এরা গর্ভবতী হয়ে থাকে- এগুলো যাকাত হিসেবে নেয়া হবে না। সব থেকে মূল্যবান সম্পদ গ্রহন করা হবে না কারন তাতে সম্পদের মালিকের প্রতি ক্ষতি সাধন করা হয়। রবং মধ্যম সম্পদ হতে নেয়া হবে।
- উট বিভিন্ন প্রকারের হয় যেমন বুখাতী, আরাবী। ছাগল ও অনুরুপ কয়েক প্রকার রয়েছেঃ যেমন ভেড়া, মেষ। গরুর অন্তর্ভুক্ত হল মহিষ ইত্যাদী আরো বিভিন্ন প্রকার। এগুলো সবই যাকাতের অন্তর্ভুক্ত।
- কোন ব্যক্তির উপর যদি দাঁতাল পশু যাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় আর সে তা না পায় তবে তার চেয়ে কম বয়সী পশু যাকাত হিসাবে বের করবে এবং সাথে দুটি ছাগল অথবা ২০ দেরহাম প্রদান করবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে তার চেয়ে উত্তম পশু বের করবে এবং দুটি ছাগল বা ২০ দিরহাম নিয়ে নিবে। বর্তমান সময়ে ২০ দেরহামের বদলে ছাগল দুটির মূল্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।
- যাকাতে মাদী ছাড়া অন্য কোন পশু বের করা যাবে না অবশ্য গরু যদি ৩০টি হয় তবে সেকথা ভিন্ন। অনুরুপ ভাবে উটের ক্ষেত্রে বিন্তু মাখায না পাওয়া গেলে ইবনু লাবূন বের করা যাবে। তবে চতুস্পদ জন্তু সব গুলিই যদি নর হয় সেকথা ভিন্ন।
- হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট বয়সের পশুই যাকাত হিসেবে বের করতে হবে। তবে যদি সম্পদের মালিক ওর চেয়ে উত্তম বয়সের পশু দিতে চায়, তবে তা উত্তম হবে এবং তাতে বেশী সওয়াবও রয়েছে।

- যদি কোন ব্যক্তির নিকট মেষ, ভেড়া, খারাপ, মোটা, পাতলা, নর মাদী, ছোট এবং বড় ইত্যাদি সব ধরণের পশু থাকে তবে ভালো এবং মন্দের মধ্যবর্তী পশু থেকে যাকাতের জন্য নেয়া হবে।
- যদি কারো চারণ ভুমিতে চরে খাওয়া পশু দুটি জেলায় (শহরে) থাকে তাতেও যাকাত রয়েছে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে।
- যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কুট কৌশল অবলম্বন করা হারাম। যাকাতের ভয়ে দুজনের আলাদা সম্পদকে একত্র করে বা উভয়ের জমা কৃত যৌথ সম্পদকে পৃথক করণ কোনটাই করা যাবে না। যাকাতের ভয়ে দুই পৃথক সম্পদকে একত্র করণের উদাহরণঃ যেমন তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই ৪০টি করে ছাগলের মালিক। এদের প্রত্যেকের উপর একটি করে ছাগল যাকাত হিসাবে বের করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা উভয়ে সমস্ত পশুকে জমা করল এতে সংখ্যা দাড়ালো ১২০টি ছাগল। আর এর মধ্যে তাদেরকে যাকাত দিতে হবে একটি মাত্র ছাগল।

  যাকাতের ভয়ে উভয়ের জমা কৃত যৌথ সম্পদকে পৃথক করণের উদাহরণঃ দুজন শরীকদারের সর্ব মোট ৪০টি ছাগল রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ২০টি করে ছাগল রয়েছে। তাদের এ জমাকৃত পশুতে একটি পশু যাকাত রয়েছে। এদেখে তারা যদি ২০টি ২০টি করে ছাগল পৃথক করে নেয় যাতে করে তাদেরকে কোন যাকাত দিতে না হয়। শরীয়তে যাকাত আদায় না করার এই কুট কৌশল সম্পূর্ণ রুপে নিষিদ্ধ।
- যদি একদল লোকের চরে খাওয়া পশু (সায়েমা) পূর্ণ এক বছর মিলেমিশে চরে বেড়ায়, তবে নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে:

  ক) পশুগুলোর সমষ্টি যাকাতের নেছাব পরিমাণ হবে।

  খ) পশুগুলোর চারণক্ষেত্র, বীজ দানকারী নরপশু (ষাঁড়), খোয়াড় এবং পানি পান করা স্থান এ হিবে।

  গ) মালিকগণ যাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তাদের অন্তর্গত হবে। যদি তাদের একজন কাফের হয়, তবে সে ক্ষেত্রে মিশ্রনে কোন অসুবিধা নেই। তখন প্রত্যেকের তার নিজের অংশের হিসেব করবে।

  যখন ফরয অংশ তাদের কারো সম্পদ থেকে নিয়ে নেয়া হবে, তখন সবার অংশে তা বন্টন করা হবে।
- চরে খাওয়া পশুগুলোর মধ্যে কোন পশু যদি বাচ্চা প্রসব করে তবে তা মূলের সাথে মিলিয়ে নেছাবের সাথে হিসেব করা হবে যদিও তাতে বছর পূর্ণ না হয় ।

প্রশ্নমালাঃ

১) সায়েমা এর সংঙ্গা দাও। ইহার প্রকারগুলি কি কি? কখন উট, গরু, ছাগলের যাকাতের ফরয অংশ স্থীতিশীলতা লাভ করে?

২) নিম্নে বর্ণিত পশুগুলির যাকাতের বর্ননা দাওঃ ১০০টি উট, ৮০টি গরু, ৩০০টি ছাগল, ৯০টি উট, ৯০টি গরু, ৯০টি ছাগল।

৩) যাকাতে অতি বয়স্ক (বুড়া) পশু নেয়ার বিধান কি? কারন সহ উল্লেখ কর।

৪) নিম্নের শব্দগুলি দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? বিন্ত মাখায, বিন্ত লাবূন, হিক্কাহ, মুসিন্নাহ্, তাবী?

৫) নিম্নে বর্নিত মাসআলায় যাকাত ফরয কি না উল্লেখ করঃ

- একজন ব্যক্তি ৩৯টি ছাগলের মালিক আর ঐ পশূগুলো বছরের অধিকাংশই চারন ভুমিতে চরে খায়।
- কোন এক মহিলার ৪২টি গরু রয়েছে, সে এদেরকে (বছরে) চার মাস চরিয়েছে
- মুহাম্মদের নিকট ২০টি উট রয়েছে, এগুলোর জন্য সে চারা (আহার্য বস্তু) ক্রয় করেছে। সে এগুলো বিক্রয় করার ঘোষনা দিয়েছে ০১/০২/১৪২৩হিঃ তারীখে সে এগুলোর যাকাত কিভাবে দিবে?

৬) কয়েক মালিকের পশু মিশ্রণ করে যাকাত দেয়া কখন বিশুদ্ধ হবে? শর্তগুলো কি কি?

দ্বিতীয়তঃ যমীন থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

প্রকারভেদঃ

যমীন থেকে প্রাপ্ত সম্পদ চার প্রকারেরঃ

১) শষ্যদানা ও ফল মূল।
২) খনীজ সম্পদ।
৩) রেকায বা প্রথিত সম্পদ।
৪) মধু।

এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলঃ আল্লাহ তাআলার এই বানীঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জিত পবিত্রবস্তু হতে খরচ কর, আরো খরচ কর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে বের (উৎপাদন) করেছি। (বাকারাহ: ২৬৭)

১ম প্রকারঃ শষ্য দানা ও ফলমূল।

প্রশ্নঃ সমস্ত শষ্য ও ফল মূলেই কি যাকাত রয়েছে, নাকি তা নির্দিষ্ট কিছু প্রকারে রয়েছে?

উত্তরঃ এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন শুধুমাত্র চার প্রকার শষ্যে যাকাত রয়েছে তাহলঃ গম, জব, খেজুর ও কিশমিশ। কারন এগুলোই হাদীছে এসেছে (দ্রঃ নাযলুল আওতার, তামামুল মিন্নাহ, আত্তা'লীকাতুর্ রাযিয়্যাহ, প্রভৃতি)।

কেউ কেউ বলেছেনঃ প্রত্যেক উৎপাদিত শষ্যেই যাকাত ওয়াজিব। কারন হাদীছের ভাষা এবিষয়ে ব্যাপকঃ হাদীছে এসেছেঃ

فيما سقت السماء والعيون العشر

আসমান ও ঝর্নার পানি দ্বারা যে সব ফসল উৎপাদিত, তাতে এক দশমাংশ (১/১০) যাকাত রয়েছে। (বুখারী)

কেউ কেউ বলেছেনঃ যাকাত ওয়াজিব শুধু সে সমস্ত শস্য দানা ও ফল মূলে যা ওজন করা যায় ও গুদাম জাত করা যায়। অবশ্য শাকসব্জীতে মতবিরোধ একে বারেই কম রয়েছে। তবে অগ্রাধিকার যোগ্য কথা হল, শাকশব্জীতে কোন যাকাত নেই। কেননা এ সম্পর্কে কিছু হাদীসেও আলোকপাত করা হয়েছে। (যেমন নবী ﷺ ফরমাইয়াছেনঃ

(لا زكاة في الخضروات)

শাক শব্জীতে কোন যাকাত নেই, (তিরমিযী, ইবনে মা-জাহ, দারাকুনী, হাদীস সহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৮০১, ছহীহুল জামে হা/৫৪১১)

- **শষ্যদানাঃ** যেমন চাল, যব, ডাল, হিমস (মসুর) ভুট্টা, গম প্রভৃতি।

- **ফলমূলঃ** যেমন খেজুর, কিশমিশ, যয়তুন, এগুলো দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গুদামজাত করা হয়।

এসব দ্রব্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীঃ

শষ্যদানা ও ফলমূলে যাকাতের জন্য নিম্নের শর্তগুলি থাকা বাঞ্চনীয়ঃ

১) দানা জাতীয় হবে, অথবা ফলমূল হবে।

২) (সাধারণভাবে) গুদাম জাত যোগ্য হতে হবে।

৩) ওজন করা যায় এমন হতে হবে।
ওযনকৃত ও পরিমাপ কৃত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলঃ পরিমাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাইজ। সুতরাং তা এমন পাত্রে রাখা হবে যা তার পরিমানের বর্ণনা দেয় যেমনঃ সা'। কিন্তু ওযন দ্বারা উদ্দেশ্য হল কোন ভারী বস্তু যা দাড়ি-পাল্লায় রাখা হয়

৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় উক্ত শষ্যের মালিক হওয়া। তবে পরে যদি শষ্য ক্রয় করার কারণে বা ফসল কাটার পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য শষ্যে নেছাবেরও মালিক হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

- শষ্যের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। বরং তা কেটে ঘরে আনলেই তা থেকে যাকাত বের করতে হবে।

শষ্যের নেসাবঃ

উহার নেসাব হল পাঁচ ওসাক্ব অর্থাৎ নবী ﷺ এর ছা'এর অনুপাতে তিনশত ছা' হয়। বর্তমান হিসাবে প্রায় ছয়শত বিশ (৬২০) কেজি।

উক্ত নেসাবের দলীলঃ

আল্লাহ্ বলেন:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"আর তার হক্ব (যাকাত) আদায় কর, ফসল কাটার দিন।" (সূরা আনআম- ১৪১)

রাসূলের ﷺ বলেনঃ

(ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق) (رواه الستة).

" পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমানের নীচে কোন শষ্যে ও ফলমূলে যাকাত নেই।" (প্রসিদ্ধ ছ'জন ইমাম তথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, আহমাদ প্রমুখগণ স্বস্ব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ননা করেছেন)

শষ্য ও ফলমূলে যে পরিমান যাকাত ওয়াজিবঃ

- ১/১০ এক দশমাংশ যাকাত। যদি বিনা পরিশ্রমে তথা বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে একদশমাংশ এজন্যই দিতে হয়, কারন এতে কষ্ট করতে হয় না।

- ১/২০ বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে যদি সে ফসল কষ্ট ও শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে। যেমন কুপের পানি ইত্যাদী সেচ করে উৎপাদন করা হয়।
  দলীলঃ নবী ﷺ এর হাদীস
  (فيما سقت السماء العشر ،وفيما سقي بالنضح نصف العشر) (رواه البخاري وأحمد) .
  যে সব ফসল আসমান ও ঝর্নার পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাতে একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যদি পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তবে বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

দ্রষ্টব্যঃ

- নেসাব পুরা করার জন্য শষ্যদানা ও ফলমূলকে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিলানো যাবে না। তবে যদি একই গ্রুপের কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হয়- যেমন খেজুর তবে নেছাব পূরা করার জন্য তা মিলাতে হবে।
- যদি ভালো দ্রব্যের যাকাত খারাপ দ্রব্যের দ্বারা করে তবে তা বৈধ হবে না। অবশ্য এর বিপরীত বৈধ এবং সে এক্ষেত্রে সওয়াবও পাবে।
- শষ্যদানা শক্ত হয়ে উঠলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। আর ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হয়- যখন তা উপযুক্ত হবে তথা লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙ ধারন করবে অথবা আঙ্গুর মিষ্টি হয়ে উঠলে।
- যদি কেউ কারো জমি ভাড়া নেয় এবং তাতে চাষাবাদ করে তবে যাকাত তারই উপর ওয়াজেব হবে। জমির মালিকের উপর নয়। ইহাই অধিকাংশ বিদ্যানের সিদ্ধান্ত। কারন যাকাত হল শষ্যের হক। যমীনের হক্ব নয়।
- যদি খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতিতে রঙ ধরে যায় এবং তার বলিষ্ঠতা স্পষ্ট হয়ে যায় তবে তার নেসাব অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে পরিমাপ করে নয়। এই ভাবে: খেজুর এবং আঙ্গুরের গাছে কতগুলো ফল আছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্থ একজন ব্যক্তি অনুমান করবে এবং তার ভিত্তিতে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। যখন ফল শুকিয়ে যাবে এবং খেজুরে অথবা (আঙ্গুর) কিশমিশে রুপান্তরিত হয়ে যাবে তখন তা থেকে (অনুমানের ভিত্তিতে) পূর্ব পরিমান কৃত যাকাতের অংশ বের করতে হবে। তবে শষ্য দানা থেকে যাকাত বের করতে হবে উহার খোশা ছাড়িয়ে নেয়ার পর।
- শষ্যের মালিকের জন্য বৈধ আছে স্বীয় ফসল আহার করা, সুতরাং সে ফসল কেটে আনার আগে যা খেয়ে ফেলবে তার হিসাব ধরতব্য নয়।
- একই বছরে যেমন কিছু ফল গ্রীস্ম কালে কিছু ফল শীত কালে যদি হয় তবে একটাকে অপরটার সঙ্গে (হিসাবে) সংযুক্ত করে যাকাত দিতে হবে, যদিও সে তা বিক্রি করে ফেলে না কেন।

দ্বিতীয় প্রকারঃ খনিজ সম্পদ

সংজ্ঞাঃ

যমীন থেকে প্রাপ্ত প্রত্যেক মূল্যবান ধাতু- যা মাটির অন্তর্ভূক্ত নয়, এবং উহা উদ্ভিদ জাতীয় নয় এমন সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলা হয় । যেমনঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, এলোমুনিয়াম, সীসা, টিন, মূল্যবান পাথর, লবন, খনিজ তৈল প্রভৃতি।

খনিজ সম্পদে যাকাতের পরিমানঃ

যদি উহা স্বর্ণ কিংবা রোপ্য হয় এবং তা নেসাব পরিমাণ পৌঁছায় তাহলে তাতে (মূল স্বর্ণ বা রোপ্য থেকে) ২.৫% (আড়াই শতাংশ) যাকাত দিতে হবে।

আর যদি উহা স্বর্ণ-রোপ্য না হয় এবং তার মূল্য স্বর্ণ-রোপ্যের নেছাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে উহার মূল্যের ২.৫% (আড়াই শতাংশ) যাকাত দিতে হবে। উহা পরিশুদ্ধ করার পূর্বে যাকাত বের করা যাবেনা। এ সম্পদ থেকে যাকাত বের করার জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। বরং ফসলের মতই যখন তা উত্তোলন করবে তখনই যাকাত বের করা হবে।

সাগর থেকে প্রাপ্ত সম্পদের বিধানঃ

সাগর থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কোন যাকাত নেই। যেমনঃ মতি ও মনিমুক্তা, মিসকে আম্বার, মাছ প্রভৃতি।

তৃতীয় প্রকারঃ রেকায বা গুপ্তধন

সংজ্ঞাঃ

আভিধানিক অর্থ হল, যমিনে প্রথিত বস্তু।

পরিভাষায়ঃ কাফির তথা জাহেলী যুগের লোক কর্তৃক দাফন কৃত সম্পদ। উহার পরিচয় হলঃ ঐ সম্পদের উপর কাফিরদের আলামত পাওয়া, যেমন তাদের বাদশাহদের নাম, অথবা ক্রুস চিহ্ন থাকা। তবে যদি তার উপর কোন আলামত না থাকে অথবা উহা মুসলিমদের প্রথিত সম্পদ প্রমাণিত হয় যেমন তার উপর 'বিসমিল্লাহ' থাকা অথবা মুসলিমদের কোন খলীফার সীল-মোহর থাকা। এমতাবস্থায় তা রেকাযের অন্তর্ভূক্ত হবেনা। বরং তার বিধান পড়ে পাওয়া সম্পদের ন্যায় এক বছর প্রচার করতে হবে।

উক্ত সম্পদে যা ওয়াজিবঃ

কম হোক বেশি হোক এক পঞ্চমাংশ যাকাত বের করতে হবে। এতে নেছাব পরিমাণ হওয়া ও এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। উহা প্রত্যেক প্রাপকের উপর উপর ওয়াজিব, চাই সে যাকাতের অধিকারী হোক বা না হোক। কারণ নবী বলেনঃ وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (رواه الجماعة)

অর্থাৎ- "যমীনে প্রথিত সম্পদে এক পঞ্চমাংশ যাকাত রয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম, সুনান গ্রন্থ সমূহ প্রভৃতি) এ হাদীছের ভাষ্যানুযায়ী অবশিষ্টাংশ গ্রপ্তধন প্রাপ্ত ব্যক্তি গহণ করবে।

রেকাযের এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করার খাতঃ

কেউ বলেনঃ উহার খাত যাকাতের খাতের ন্যায়। কেউ বলেনঃ উহা যুদ্ধবিহীন প্রাপ্ত সম্পদের খাতের ন্যায়। আর ইহাই সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য কথা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থঃ "এই জনপদবাসীদের নিকট হতে আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে যা কিছু দান করেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ, রাসূল, তাঁর আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, অভাব গ্রস্ত এবং মুসাফিরের জন্য।" (আল হাশরঃ ৭)

"ফাই" হলঃ কাফিরদের থেকে বিনা যুদ্ধে গৃহীত সম্পদ। উহা এদিক থেকে প্রথিত সম্পদের ন্যায় কারণ উহাও বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত।

উহা পাওয়ার স্থানঃ

১) তা মৃত (পরিত্যাক্ত) যমীনে পাবে, অথবা তার মালিক অজ্ঞাত, অথবা এমন পথে পাবে যা পরিত্যক্ত, অথবা অনাবাদী বস্তীতে পাবে। এসম্পদে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিবে। এবং বাকি চার ভাগ যে পাবে তার প্রাপ্য।

২) অন্য কারো থেকে তার মালিকানায় যদি ফিরে আসে। তবে হালাল দ্রব্য তথা লকড়ি-খড়ি ইত্যাদির ন্যায় যা সে যমিনে পেয়ে থাকে। সে উহার বেশি হক্বদার। সাবেক মালিক যদি দাবী করে তবে তার কথাই প্রাধান্য পাবে।

৩) উহা কোন মুসলিম ব্যক্তি কিংবা কর দিয়ে বসবাসকারি অমুসলিম ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত স্থানে পাওয়া যায় তবে উহা প্রাপকের অধিকার। শাইখ ইবনু উসাইমীন ইহা বলেছেন। তবে আসল মালিক যদি দাবী করে তবে সেটা ভিন্ন কথা।

যমিন থেকে উৎপাদিত চতুর্থ সম্পদ হল মধু

এতে যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিবঃ

মধু যদি ৩০ (নববী) ছা' পরিমাণ হয় অর্থাৎ ৯০ কিঃগ্রাম পরিমাণ হয় তবে তাতে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। তবে মধুর যাকাত সংক্রান্ত হাদীছগুলো যঈফ হওয়ায় অধিকাংশ বিদ্যান ওতে কোন যাকাত নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেনঃ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ)।

প্রশ্নমালা

১) যমীন থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কত প্রকার ও কিকি? দলীলসহ উল্লেখ কর।

২) শষ্য ও ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত গুলি কি কি? (প্রত্যেকটি প্রকারের একটি করে উদাহরণ সহ)

৩) শষ্যে কখন ১০ ভাগের একভাগ, কখন ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। উক্ত তারতম্যের হিকমত উল্লেখ কর।

৪) শষ্য ও ফল মূলে কখন যাকাত ওয়াজিব হয়। নোছাব পুরা করার জন্য শষ্য ও ফল মূলের একটি অপরের সাথে মিলানো যাবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৫) খনিজ সম্পদের সংজ্ঞা লিখ। উহার যাকাতের পরিমাণ কত? মনি মুক্তায় কি যাকাত দেয়া ওয়াজিব। বুঝিয়ে বল।

৬) রেকায কাকে বলে? ওতে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া ওয়াজিব? তার বকেয়া অংশ কার প্রাপ্য? দলীল সহ উল্লেখ কর।

৭) রেকাযের এক পঞ্চমাংশ বন্টনের খাত কি? যাকাতের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তি যদি তা পায় তবে তার বিধান কি?

৮) মধুতে কি পরিমাণ যাকাত রয়েছে ? উহার নেছাব কত?

তৃতীয়তঃ স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল:

১) কুরআন থেকে: আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থঃ "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন ঐগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে উহা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ লাগানো হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের সাদ গ্রহণ কর।" (সূরা তওবা ৩৪-৩৫)

সুন্নাত থেকে দলীলঃ আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(ما من صَاحِبِ ذهبٍ ولاَ فضَّة لا يُؤَدِّيْ مِنْهاَ حَقَّهاَ إلاَّ إذاَ كاَنَ يَوْمَ الْقِياَمَة صُفِّحَتْ لَهُ صَفاَئحَ مِنْ ناَرٍ يُحْمىَ عَلَيْهاَ فِيْ ناَرِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهاَ جَنْبَهُ وَجَبِيْنَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كاَنَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضىَ بَيْنَ الْعِباَدِ) (رواه مسلم).

অর্থ: "স্বর্ণ-রৌপ্রের মালিক যদি তার হক তথা যাকাত আদায় না করে তাহলে তা কিয়ামত দিবসে প্রশস্ত করত: জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর উহা দ্বারা তার পার্শদেশ, কপাল, এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আবার সেইভাবে শাস্তি দেয়া হবে। আর তা হবে এমন দিনে যা দীর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সামন। (এভাবে তার শাস্তি হতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা না করা হবে। (মুসলিম)

স্বর্ণের নেছাবঃ

বিশ মিছকাল। আর ফিকাহবিদদের মতে এক মিছক্বাল এর ওজন হল বড় জবের ৭২টি দানা পরিমাণ। আর বিশ মিছকাল আধুনিক হিসাবে ৮৫ গ্রাম পরিমাণ।

রৌপ্যের নেছাবঃ

উহার নেছাব হল ৫ উকিয়া যা ১৪০ মিছকাল তথা দুইশত দিরহাম পরিমাণ হয়।

উহা বর্তমান হিসাবে ৫৯৫ গ্রাম। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ **لَيْسَ فِيْماَ دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة (متفق عليه)** অর্থঃ "পাঁচ উকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

টাকার যাকাত প্রসঙ্গঃ

বর্তমান টাকা-পয়সার যাকাতের নেছাব স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং কারো টাকা যদি এই দুই বস্তুর (স্বর্ণ রৌপ্য) কোন একটির নেছাবে পৌঁছায় তবে তাতে যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

যদি কারো নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকা থাকে এবং এগুলোর সর্ব মোট মুল্য নেছাব পরিমাণ হয়ে যায় তবে তাতে যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর যদি ঐসবের মুল্য নেছাবের নিম্নে হয় আর তা অন্য মালের সাথে মিলানোও সম্ভব না হয় (যেমন ব্যবসার পণ্য) তবে তাতে কোন যাকাত নেই। তবে যদি তা ব্যবসার জন্য রাখা হয় তবে সে কথা ভিন্ন। ঐ সময় তার মূল্যে যাকাত ওয়জিব হবে।

স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকায় যে পরিমাণ যাকাত দেয়া ওয়াজিবঃ

৪০ ভাগের এক ভাগ বা (২.৫%) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

وفي الرقة ربع العشر (متفق عليه)

অর্থঃ "স্বর্ণ-রৌপ্যে ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম) উহা স্বর্ণের ক্ষেত্রে অর্ধ মিসকাল এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচ দিরহাম। যদি স্বর্ণ, রৌপ্য ভেজাল মিশ্রিত হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তার শোধন কৃত অংশ নেছাব পরিমাণ না হবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে যা বৈধঃ

মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্যের যেসব অলংকার ব্যবহার করার প্রচলন আছে তার সবগুলিই তাদের জন্য বৈধ।

পুরুষের ক্ষেত্রে যা বৈধঃ

পুরুষের জন্য রৌপ্যের আংটি, তরবারী, বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রুপার আংটি গ্রহণ করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) অবশ্য স্বর্ণ পুরুষের জন্য শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনের তাগীদে সিমিত ক্ষেত্রে বৈধ। যেমন নাক কেটে গেলে, দাঁত বাঁধায় করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা বৈধ।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণের আংটি পরিধান কারির উপর কঠোরতা আরোপ করেছেন। তিনি এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে তা তার হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন: "তোমাদের কেউকি ইচ্ছা রাখে যে নিজের হাতে জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরা রাখবে?" (মুসলিম)

কতিপয় মাসআলাঃ

- ব্যবহার বা ধার দেয়ার জন্য জমা রাখা স্বর্ণের যাকাতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ উলামার মতে ওতে কোন যাকাত নেই। ইহাই ছাহাবীদের একটি জামাআত থেকে বর্ণিত, তাঁদের অন্যতম হলেনঃ আনাস, জাবির, ইবনু ওমার, আয়েশা এবং আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) অবশ্য কতিপয় বিদ্বান স্বর্ণ-রোপ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে যাকাত ওয়াজিব বলে মন্তব্য করেছেন।
- যদি গয়না ভাড়া দেয়া, তা থেকে খরচা করা, বা গচ্ছিত করে রাখা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত করা হয়, তবে তাতে অবশ্যই যাকাত রয়েছে।
- সোনা রুপার বাসন-পত্র ব্যবহার করা, বা তা হাদিয়া তোহফা দেয়া, অথবা রান্নার কাজে ব্যবহার করা, অথবা তা দিয়ে ছাদ বা দেয়াল পলেষ্টার করা, কলম বানানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হারাম কারণ এগুলো সবই অপচয়ের পর্যায়ভুক্ত।

প্রশ্নমালা

১ সোনা রুপায় যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল কি?
২ সোনা রুপার নেছাব উল্লেখ কর। কি পরিমাণ যাকাত তাতে ওয়াজিব।?
৩ স্বর্ণে কি কি বস্তু মহিলাদের জন্য বৈধ? এবং কি কি বস্ত পুরষদের জন্য বৈধ?
৪ ব্যবহারিক সোনা রুপায় কি যাকাত দিতে হয়?
৫ পানাহারের জন্য সোনা রুপার বাসন-পত্র ব্যবহার কারার বিধান কি?

চতুর্থতঃ ব্যবসায়িক সামগ্রীতে যাকাতঃ

عروض শব্দটি عرض শব্দের বহু বচন, যার অর্থ: পেশ করা। পরিভাষায়ঃ যা বেচা কিনার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকেই "আরুয" বা ব্যবসায়িক সামগ্রী বলে। তাকে আরুয এজন্য বলা হয় কারণ তা বেচা কেনার জন্য পেশ করা হয়। যেমনঃ পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিল্ডিং নির্মাণের সামগ্রী, ঘরের আসবাব-পত্র, মুদীর দোকানে ও ব্যবসিক প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য, গাড়ী প্রভৃতি। অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট এসব পণ্যে যাকাত রয়েছে। দলীল হিসেবে তারা এ হাদীছটি পেশ করে থাকেনঃ

(أما بعد فإن النبيﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع) (رواه أبو داود و البيهقي) .

অর্থ: সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) বলেনঃ "অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন বেচা-কেনার জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্য থেকে যাকাত বের করি।" (আবূদাউদ, বায়হাক্বী - হাদীছটি যঈফ)

ব্যবসায়িক সামগ্রীতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তঃ

উহা দ্বারা ব্যবসা করার নিয়াত থাকতে হবে।

ব্যবসায়িক সামগ্রীতে যাকাত বের করার পদ্ধতিঃ

কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়িক দ্রব্যে যাকাতের নেছাব পরিমাণের মালিক হয় এবং ওর উপর এক বছর অতিক্রম করে তাহলে বছর শেষে উহার মূল্য নিধারণ করে তা থেকে যাকাত বের করবে। উহার মূল্য থেকে ৪০ ভাগের এক ভাগ (বা শতকরা আড়াই ভাগ) যাকাত বের করবে।

কতিপয় মাসআলাঃ

- যদি কারো কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকে এবং তা নেছাব পরিমাণ না হয়, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের সাথে একত্রিত করে নেছাব পূর্ণ করবে।
- যে সমস্ত সম্পদ ব্যক্তিগত কাজের জন্য রাখা হয় তাতে কোন যাকাত নেই। যেমন বসবাসের জন্য ঘর, পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়ীর আসবাব-পত্র, গাড়ী প্রভৃতি এগুলো যদি শুধু ব্যক্তি গত কাজের জন্য রাখা হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই।
- ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন কিছু প্রস্তুত করা হলে তার মূলে কোন যাকাত নেই বরং তার ভাড়াতে যাকাত রয়েছে। যেমন ঘরবাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি। তবে শর্ত হল নেছাব পরিমাণ হওয়া এবং এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

প্রশ্ন মালা

১) উরূযুত্ তিজারাহ্ (ব্যবসায়িক সামগ্রী) কাকে বলে? কখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়?
২) উরূযুত্ তিজারাহ এর শর্ত কি? উহা থেকে কি পরিমাণ যাকাত বের করতে হয় ?
৩) যদি কোন সম্পদ ব্যক্তিগত কাজের জন্য রাখা হয় তাতে কি কোন যাকাত আছে ?
৪) উরূযুত্ তিজারাহ্ তথা ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল কি?

অধ্যায়ঃ ঋণ হিসেবে প্রদত্ব সম্পদে যাকাতঃ

কখন প্রদত্ব ঋণে যাকাত দেয়া ওয়াজিবঃ

ঋণে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব যদি তা কোন বিত্তশালীর নিকট দেয়া থাকে। অর্থাৎ এমন লোকের হাতে থাকে যে তা পরিশোধ করতে সক্ষম। যেমন অস্বীকারকৃত সম্পদ যদি তার দলীল থাকে, অথবা ছিনতাইকৃত সম্পদ যা সে উদ্ধার করে নিতে সক্ষম। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছর অন্তে যাকাত বের করবে। অথবা তা বিলম্বিত করে যখন তা হস্তগত হবে তখন অতীতের বছর গুলির যাকাত দিবে।

কখন প্রদত্ব ঋণে যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়ঃ

যদি তা আদায় করা কঠিন হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন নিতান্ত গরীবের নিকট বা এমন লোকের নিকট ঋণ থাকা যে পরিশোদ করতে টালবাহানা করে। এসব ক্ষেত্রে সে যখন ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে উক্ত ঋণ উদ্ধার করতে পারবে তখন কেবল মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করবে। বিগত বছর সমূহের যাকাত আদায় করতে হবে না।

যদি তার উপর ঋণ থাকে তাহলে কি যাকাত দিবেঃ

যদি কোন ব্যক্তির উপর ঋণ থাকে যা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই হয়েছে, তবে প্রথমে ঋণ আদায় করতে হবে তারপর অবশিষ্ট সম্পদে যাকাত দিতে হবে।

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেঃ

যে ব্যক্তি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর উহা আদায় করার পূর্বে মারা যাবে, তার পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে যাকাত বের করা ওয়াজিব। উহা মৃত্যুর মাধ্যমে দায়িত্ব মুক্ত হয়না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)

"আল্লাহর ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি হকদার।" (বুখারী ও মুসলিম)

যাকাত যেহেতু মৃত্যু ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ স্বরূপ রয়ে গেছে কাজেই তাকে উক্ত ঋণ থেকে মুক্ত করা বাঞ্চনিয়।

প্রশ্ন মালা

১) কখন ঋণে যাকাত দেয়া ওয়াজিব এবং কখন দেয়া ওয়াজিব নয়?

২) মৃত ব্যক্তির যিম্মা থেকে কি (মৃত্যু বরণ করার কারণ) যাকাত পড়ে যায়?

যাকাতুল ফিত্বর বা ফিৎরার যাকাত

ইহা সংবিধিবদ্ধ করণের রহস্যঃ

মহান আল্লাহ যাকাতুল ফিৎর সংবিধিবদ্ধ করেছেন অনর্থক ও অশ্লীল বিষয় থেকে ছিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করা এবং মিসকিনদের অন্য দানের জন্য। যাতে করে তারা ঈদের দিনে ভিক্ষা করা থেকে মুক্ত থাকে। কারণ ঐদিনটি মুসলমানদের জন্য আনন্দ ফুর্তির দিন কাজেই সকলেরই উক্ত আনন্দ ফুর্তিতে শরীক হওয়া কাম্য।

যাকাতুল ফিত্বরের বিধানঃ

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-কৃতদাস, নির্বিশেষে সকলের উপর এ যাকাত দেয়া ওয়াজিব। যদি তার কাছে নিজের ও তার পরিবারের জন্য ঈদের দিন ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা' পরিমাণ খাদ্য থাকে। দলীলঃ

(فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أوْ صَاعاً من شَعِيْرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالأُنْثىَ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যাকাতুল ফিৎর একসা পরিমাণ গম, জব প্রভৃতি থেকে স্বাধীন, কৃতদাস, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় নির্বিশেষে সকল মুসলিমের উপর ফরয করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এযাকাত মুসলিম ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ থেকে, তার দায়িত্বাধীন তথা স্ত্রী পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে আদায় করবে। গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা মুস্তাহাব কারণ উসমান (রাঃ) এরূপ করেছিলেন।

উহা ওয়াজিব হওয়ার সময়ঃ

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে ইহা ওয়াজিব। অবশ্য ইহা বের করার উত্তম সময় ঈদের দিন নামাযের পূর্বে। তবে ঈদের একদিন বা দুইদিন পূর্বেও তা আদায় করা যায়। (কারণ ইহা সালাফে ছালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত দ্রঃ ছহীহ বুখারী প্রভৃতি) এ যাকাত ঈদের ছালাতের পর আদায় করা জায়েয নয়। জেনে বুঝে কেউ তা করলে গুনাহগার হবে।

উহার পরিমাণঃ

এক ছা জব, কিশমিশ, আক্বেত (পনির) খেজুর অথবা এলাকায় অধিক প্রচলিত খাদ্য থেকে। মোট কথা মানুষ যা খায় তা থেকে বের করতে হবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত,

(كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً من طَعَامٍ وكانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ والزَّبِيْبُ والأَقْطِ والتَّمْرِ)

অর্থ: "আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যামানায় খাদ্য দ্রব্য হতে এক ছা' বের করতাম। আমাদের ঐ সময় খাদ্য ছিল জব, কিশমিশ, পনির, খেজুর। (বুখারী)

খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দিয়ে ফিৎরাঃ

নগদ টাকা দিয়ে ফিৎরা বের করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। তাই অনেকে বলেন, উহা দ্বারা যাকাতুল ফিৎর আদায় করলে তা আদায় হবেনা। কারণ তা না নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আর না তাঁর কোন ছাহাবী থেকে প্রমাণিত। অথচ তাঁদের যুগে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলণ ছিল। (অবশ্য যাকাতের উপর কিয়াস করে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপর কিছু উলামায়ে দ্বীন উহা বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন।)

প্রশ্ন মালা

১) যাকাতুল ফিত্বরের বিধান কি ? উহা কার উপর ওয়াজিব?
২) কখন যাকাতুল ফিত্বর বের করা মুস্তাহাব এবং কখন তা বের করা জায়েয?
৩) যাকাতুল ফিত্বরের শরঈ পরিমাণ কত? উহা কি কি বস্তু দ্বারা আদায় করতে হয়?
৪) উহা সংবিধিবদ্ধ করণের রহস্য কি?
৫) উহা ওয়াজিব হওয়ার সময় উল্লেখ কর।
৬) ঈদের নামায থেকে তা বিলম্বিত করার বিধান কি?

অধ্যায়ঃ যাকাতের অধিকারী বা হক্বদার

ভুমিকাঃ

যাকাতের বিধান সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হল উহা ব্যয় করার শরঈ খাত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। যাতে করে তা প্রকৃত হক্বদারের হস্তগত হয় এবং আদায়কারি দায়িত্ব মুক্ত হয়। আল্লাহ তাআ'লা পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন যে যাকাত শুধুমাত্র আটটি খাতে বন্টিত হবে। এরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থঃ "যাকাতের সম্পদ কেবল মাত্র ফক্বীর, মিসকীন, তৎসম্পর্কিত কর্মচারী, ইসলামের প্রতি বিধর্মীদিগকে আকৃষ্ট করণ, দাসমুক্ত করণ, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর পথের পথিক, এবং বিপদ গ্রস্থ পথিকের জন্য। ইহা আল্লার পক্ষ থেকে নির্ধরিত ফরয। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহা প্রজ্ঞাশীল।" (তাওবাহঃ ৬০)

যাকাতের প্রাপকদের প্রকারঃ

উক্ত আট প্রকার দুই ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ অভাবী মুসলিম

দ্বিতীয়ঃ যাদেরকে প্রদান করলে ইসলামকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা হয়।

আট প্রকার খাতের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

(১) ফক্বীরঃ ফক্বীর বলা হয় যারা তাদের সংসারের জন্য যা যথেষ্ট তা পায়না বা পেলেও অল্প সল্প করে পেয়ে থাকে। তারা মিসকীনদের চেয়েও অভাবী। এজন্যই মহান আল্লাহ তাদের আলোচনা আগে করেছেন।

(২) মিসকীনঃ তারা ফকীরদের তুলনায় কিছুটা ভাল অবস্থার লোক। ওরা সে সমস্ত ব্যক্তি যারা তাদের সংসারের জন্য যা যথেষ্ট তার অধিকাংশ বা অর্ধেক পেয়ে থাকে।

(৩) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীঃ যারা ধন-সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক যাকাত আদায় করে অভাবীদের মাঝে বন্টন করে থাকে। অনুরুপ ভাবে তারাও ঐ কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত যারা লেখালেখি প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত। এরা সকলে যাকাতের হক্বদার যদিও তারা বিত্তশালী হয়। তারা তাদের কাজের বিনিময় সেখান থেকেই নিবে। অবশ্য যদি ইসলামী শাসক বায়তুল মাল থেকে তাদের জন্য বেতন নির্ধারণ করে তবে সে কথা ভিন্ন। সে সময় তাদেরকে যাকাত থেকে কিছুই দেয়া যাবেনা।

(৪) المؤلفة قلوبهم **ইসলামের প্রতি যাদেরকে আকৃষ্ট করা হয়**। تاليف থেকে مؤلفة শব্দ এসেছে যার অর্থ হল অন্তরকে আকৃষ্ট করা। তারা দুই ধরণের ঃ ১) কাফের ২) মুসলিম।

কাফেরকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে যদি তার ইসলামের আশা করা যায় বা মুসলিমদের থেকে তার অনিষ্ট প্রতিহত করা। অনুরুপ ভাবে ইসলামে আকৃষ্ট মুসলিম ব্যক্তির ঈমানকে শক্তিশালী করা অথবা তার ন্যায় অন্য কারো ইসলাম গ্রহণের আশায় যাকাত প্রদান করা যাবে।

(৫) الرقاب বা কৃতদাসঃ এ দ্বারা ঐসমস্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য যারা তাদের মালিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ তথা নিজেদেরকে (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে) ক্রয় করেছে তাদের মালিকদের নিকট থেকে। অথচ তারা সে অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না। এদেরকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে। অনুরুপ ভাবে যাকাতের অর্থ দ্বারা দাস ক্রয় করত: তাদেরকে মুক্ত করা জায়েয আছে। এমনি ভাবে যাকাতের অর্থ দ্বারা মুসলিম ব্যক্তিকে জেল থেকে মুক্ত করা জায়েয আছে।

(৬) الغارمون। ঋণগ্রস্থ। তারা এমন ব্যক্তি যার উপর এত অধিক ঋণ রয়েছে, যা সে পরিশোধ করতে অক্ষম। তারা দুই প্রকারঃ

ক) অপরের জন্য ঋণ গ্রস্থ: যেমন কেউ ঋণ করল দুই ব্যক্তি বা দু'কবীলার মাঝে আপোষ মিমাংসা করার জন্য। যাতে করে তাদের মাঝে ফিৎনা ফাসাদের অবসান হয়। এক্ষেত্রে সে যেহেতু মহাপূণ্যের কাজ করেছে কাজেই তার জন্য যাকাত নেয়া জায়েয। যাতে করে উপকার করতে যেয়ে অপকারের শিকার না হয়। সে কারণ শরীয়ত প্রবর্তক তার জন্য সুওয়াল (ভিক্ষা করা বা সাহায্য চাওয়া) জায়েয রেখেছেন। যাতে করে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

খ) ব্যক্তিগত কারণে ঋণ গ্রস্থ: অর্থাৎ তার উপর এমন ঋণ রয়েছে যা সে আদায়ে অক্ষম। এব্যক্তিকেও যাকাত হতে দেয়া যাবে।

(৭) في سبيل الله আল্লাহর পথের লোকঃ অর্থাৎ ঐসমস্ত ধর্মযোদ্ধা (মুজাহিদ) যারা সেচ্ছাসেবক হয়ে (ফ্রি) জেহাদ করে। অর্থাৎ তাদের জন্য (সরকারী ভাবে) কোন বেতন-ভাতা নির্ধারিত নেই।

(৮) ابن السبيل **মুসাফিরঃ** এমন মুসাফির যে সফর অবস্থায় নিস্ব হয়ে পড়েছে। হাতে যা ছিল ফুরিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। তাকে তার দেশে পৌঁছায় এই পরিমাণ যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখিত খাত সমূহ ব্যতীত অন্য খাতে যাকাত বন্টনের বিধানঃ

কুরআনে উল্লেখিত আট জন ব্যতীত অন্যদের জন্য যাকাত বন্টন করা জায়েয নেই। যদিও তা কল্যাণমুখী কাজ হয়। যেমনঃ মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণ, দুস্থদের আশ্রয় স্থল, হাসপাতাল, মুসহাফ (কুরআন) ওয়াক্বফ, মৃতদের কাফনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তবে সাধারণ দানের কথা ভিন্ন। উহা যাকে ইচ্ছা দেয়া যায়।

কতিপয় মাসআলা:

- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রঃ) বলেন, যাকাত শুধুমাত্র তাকেই দেয়া উচিত যে ব্যক্তি তা দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সহযোগিতা নিবে। কেননা আল্লাহ উহা নির্ধারণ করেছেন একমাত্র তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা কল্পে চাই তারা অভাবী

মু'মিন হোক বা তাদেরকে সাহায্যকারী হোক। অতএব অভাবীদের মধ্যে যারা ছালাত আদায় করেনা তাদেরকে যাকাত থেকে কিছুই দেয়া যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাওবা করে আবার ছালাত আদায় না করবে।

- ঐসমস্ত অভাবী নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেয়া মুস্তাহাব যাদের খরচ বহণ করা তার উপর ওয়াজিব নয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(صَدَقَتُكَ عَلىَ ذِيْ القِرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)

অর্থ: "নিকটাত্মীয়ের প্রতি তোমার দান করা মানে ছাদকা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।" (সুনান চতুষ্টয় ও আহমাদ)

- হাশিম পরিবারের জন্য যাকাত দেয়া বৈধ নয়। আব্বাস, আলী, জাফর, হারেছ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) প্রমূখদের পরিবার উক্ত হাশিম পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। নবী বলেনঃ

(إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِيْ لآلِ محمد وَإنَّماَ هِيَ أوْساَخُ النَّاسِ)

অর্থ: "নিশ্চয় যাকাত হালাল নয় মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য, উহা মানুষের ময়লা আবর্জনা মাত্র। (মুসলিম)

- কোন ফক্বীর মহিলার প্রতি যাকাত দেয়া যাবে না, যে ধনী স্বামীর অধীনে রয়েছে এবং সে তার খরচ চালাচ্ছে। অনুরুপ ভাবে এমন ফক্বীরকেও যাকাত দেয়া যাবেনা যার ধনী আত্মীয় রয়েছে এবং সে তার ভরণ পোষন চালাচ্ছে।
- এমন নিকট আত্মীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয নয় যাদের খরচ চালানো তার উপর ওয়াজিব। যেমন: নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা প্রভৃতি। কারণ এতে করে সে নিজ মালকে বাঁচিয়ে থাকে।
- উক্ত আট প্রকার ব্যক্তিদের মধ্য হতে যে কোন একটি প্রকারের মধ্যে সমস্ত যাকাত বন্টন করা জায়েয। যাকাতের হকদার যে কোন এক ব্যক্তিকেও সমস্ত যাকাত দেয়া জায়েয আছে।
- মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করার সময় (যাকাত গ্রহণকারীর অবস্থা) তদন্ত করা ওয়াজিব। তবে যদি যাকাতের যোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তিকে তার উপযোগী মনে করে যাকাত দিয়ে দেয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে। অনুরুপ ভাবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি একথা স্পষ্ট না হয় যে সে যাকাতের হকদার নয় তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

১) যাকাতের হকদার কয়জন? তারা কে কে?

২) ফকীর ও মিসকীনের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ কর।

৩) المؤلفة قلوبهم। কাদেরকে বলা হয়?

৪) الغارمون। বা ঋনগ্রস্থ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তাদের প্রকার গুলো কি কি উল্লেখ করুন।

৫) কুরআনে উল্লেখিত আটটি খাত ব্যতীত অন্য খাতে যাকাত বন্টন করার বিধান কি?

৬) "হাশিম পরিবারকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় " কথাটির দলীল উল্লেখ কর।

অধ্যায়ঃ যাকাত আদায় প্রসঙ্গ

অগ্রিম ও বিলম্বে যাকাত আদায় করার বিধানঃ

অগ্রিম যাকাত প্রদানঃ নেছাব পূর্ণ সম্পদে দু'বছরের অগ্রিম যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আব্বাস (রা:) থেকে দু'বছরের অগ্রিম যাকাত নিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ, আহমাদ প্রভৃতি)

বিলম্বে যাকাত প্রদানঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি তা আদায় করা সম্ভব হয় তবে বিলম্ব করা জায়েয নয়। তবে যাকাতের হকদারের (বিলম্বে) উপস্থিত হওয়া কিংবা সম্পদ নিখোঁজ থাকা প্রভৃতি কারণে অল্প কিছুদিন বিলম্বিত করা যায়।

শহরে যদি যাকাত গ্রহণকারী কোন অভাবী না থাকে তবে তা নিকটতম শহরে বিতরণ করতে হবে।

কতিপয় মাসআলাঃ

১. সৎ নিয়তের সাথে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (إنما الأعمال بالنيات) "সমস্ত কর্ম নিয়াতের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী ও মুসলিম)

২. যাকাত আদায় করা একটি সৎ আমল। এজন্য উত্তম হল দাতা নিজেই উহা বন্টন করবে। তবে উহা আদায় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা জায়েয আছে। যদি মুসলিমদের শাসক যাকাত তলব করে তবে তাকে তার প্রেরিত কর্মচারির প্রদান করবে।

৩. সন্তুষ্টচিত্বে ও ছওয়াবের আশায় যাকাত বের করা ওয়াজিব। মনে করবে এ যাকাত দুনিয়া ও আখিরাতের গণীমত স্বরূপ জরিমানা স্বরূপ নয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন যারা প্রফুল্য চিত্তে যাকাত দেয়, তাদের জন্য তিনি সওয়াবেরও ঘোষণা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা এ যাকাতকে জরিমানা মনে করে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তারা সওয়াব থেকে চির মাহরুম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"আরব বেদুঈনদের মধ্যে যারা ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে থাকে এবং তোমাদের জন্য দুঃসময়ের প্রতীক্ষা করে থাকে তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ দুঃসময়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। আরব বেদুঈনদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষন করে থাকে এবং যা খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য এবং

রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুআ লাভ করার অবলম্বন বলে মনে করে। মনে রাখবেন নিশ্চয় উহা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের অবলম্বন ও উপকরণ। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াশীল। (সূরা তাওবাহ: ৯৮-৯৯)

৪. যদি কোন ব্যক্তি অভাবী হয় এবং যাকাত গ্রহণ করা তার অভ্যাস থাকে, তবে তাকে এমনি যাকাত দিয়ে দিবে এ কথা বলার দরকার নেই যে ইহা যাকাতের সম্পদ যাতে করে সে কোন অসুবিধা মনে না করে। তবে যদি তার যাকাত গ্রহণের অভ্যাস না থাকে সে ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে ইহা যাকাতের সম্পদ।

৫. যে শহর থেকে মালের যাকাত আদায় করা হয়েছে সে শহরে যাকাত বন্টন করা উত্তম। তবে শরঈ উদ্দেশ্যে (যেমন অন্য দেশে অভাবী আত্মীয় স্বজন রয়েছে অথবা ঐ দেশের মানুষ বেশী অভাবী প্রভৃতি কারণে তা) অন্য দেশে স্থানান্তর করা যায়।

৬. মুসলিম শাসকের উপর আবশ্যক হল, যাকাত ওয়াজিবের সময় নিকটবর্তী হলে প্রকাশ্য সম্পদ তথা চতুষ্পদ জন্তু ও শষ্যের যাকাত আদায় করার জন্য সরকারী কর্মচারী প্রেরণ করা। কারণ ইহা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত। তাছাড়া লোক না পাঠিয়ে তাদেরকে যদি এমনি ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে আর যাকাতই বের করবেনা। আর এমন মানুষও আছে যারা যাকাতের বিধান সম্পর্কে কিছুই জানেনা বা জানলেও তার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। এতে করে মানুষের বোঝা হালকা করা হয় এবং ওয়াজিব কাজ পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা হয়।

প্রশ্নমালা:

১. সম্পদ নিছাব পরিমাণ হলে অগ্রীম যাকাত আদায় কারার বিধান কি?
২. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় থেকে তা বিলম্বিত করার বিধান কি?
৩. অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তরিত করার বিধান কি?

অধ্যায়ঃ নফল ছাদাকা (দান)

উহার বিধানঃ

উহা সকলের ঐক্যমতে সব সময় মুস্তাহাব। কারণ আল্লাহ তা নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার প্রদি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্য দিবে-উত্তম কর্য? অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।" (আল বাক্বারাঃ ২৪৫)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إلاَّ الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبُّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ)

"যে ব্যক্তি একটি খেজুর পরিমাণ ছাদকা করবে পবিত্র উপার্জন থেকে – আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণও করেন না- আল্লাহ এই দানকে তার জন্য বাড়াতে থাকেন, যেমন করে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে বাড়াতে থাকে।" (মুত্তাফাক্ব আলাইহে)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেনঃ

(إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ)

"নিশ্চয় ছাদকা বা দান আল্লাহর ক্রোধকে মিটিয়ে দেয় এবং খারাপ অবস্থায় মৃত্যু হওয়াকে প্রতিহত করে। (তিরমিযি প্রভৃতি) (মোট কথা) এসম্পর্কে আরো বহু হাদীছ এসছে।

সর্বোত্তম ছাদকাঃ

১. গোপনে দান করা। কারণ তা 'রিয়া' তথা লোক দেখানো থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তবে প্রকাশ্যে দিলে যদি কোন উপকারিতা থাকে যেমন অন্যরা তার অনুসরণ করবে, তবে সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

"যদি তা গোপনীয় ভাবে ফকীরদেরকে দান করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য সব থেকে উত্তম হবে।" (আল বাক্বারাঃ ২৭১)

২. খুশী মনে প্রদান করবে। কষ্ট বা খোটা দেয়ার উদ্দেশ্য থাকলে এর সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দানকে খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বাতিল কর না।" (আল বাকারাঃ ২৬৪)

৩. সুস্থাবস্থায় দান হল উত্তম। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করা হল:

أيُّ الصَّدَقَة أفْضَلُ؟ قالَ: (أنْ تَتَصَدَّقُ وَأنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمَلُ الْغِنىَ وَتَخْشىَ الْفَقْرَ، وَلاَ تَمْهَلْ حَتىَّ إذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمِ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا)

কোন দানটি সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম দান হল, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তুমি সুস্থ ও কৃপণ হও তথা ধনী হওয়ার আশা কর ও দারিদ্র হওয়ার আশংকা কর। সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করনা, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, আর তখন বলবে উমুককে এত দান কর উমুককে এত....।" (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী প্রভৃতি)

৪. পরিশ্রম লব্ধ অল্প সম্পদ হতে সাদকাও হল উত্তম। আবূ হুরা্য়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি প্রশ্ন করলেন: হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ছাদকাটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন:

(جهد المقل و ابدأ بمن تعول)

"স্বীয় পরিশ্রম লব্ধ অল্প সম্পদ হতে দান এবং তা শুরু করবে তাদেরকে প্রদানের মাধ্যমে যাদের ব্যয় বহনের দায়িত্ব তার উপর।" (আবূ দাউদ)

৫. সময় ও স্থান অনুযায়ীও ছাদকা উত্তম হতে পারে। যেমন রামাযান মাসে, মক্কার হারাম শরীফে, জুমআর দিনে এবং অভাবের সময় ছাদকা করলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

অর্থ: "অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান।" (সূরা বালাদ: ১৪)

নিকটাত্মীয়দের প্রতি ছাদকা করার ফযীলত:

সৎ ব্যবহার এবং দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী হকদার হল নিকটাত্মীয়গণ। তাই অন্যদের চেয়ে তাদের প্রতি দান-খায়রাত করার ফযীলতও বেশী। বিশেষ করে সেই সব আত্মীয় স্বজন যাদের ভরণ-পোষণ বহণ করা তার দায়িত্বে রয়েছে। যেমন: মামা, খালা, চাচা প্রভৃতিদের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী দান করবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(صَدَقَتُكَ عَلىَ ذِيْ القِرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)

অর্থ: "নিকটাত্মীয়ের প্রতি তোমার দান করা মানে ছাদকা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।" (সুনান চতুষ্টয় ও আহমাদ)

দ্রষ্টব্য:

- যাকাত ছাড়াও সম্পদের মধ্যে আরো অনেক হক্ব রয়েছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনের বিপদ মুছিবতে এগিয়ে আসা, সহদোর ভাইদেরকে সহযোগিতা করা, প্রার্থনাকারী (ভিক্ষুকদের)কে প্রদান করা, অভাবীকে ধার-কর্য দেয়া, বিপদ গ্রস্থের সাহায্য করা, কর্য প্রার্থনাকারীকে কর্য দেয়া।

- এছাড়া আরো কিছু ওয়াজিব বিষয় রয়েছে। যেমন ক্ষুধার্থকে খাদ্য প্রদান, মেহমানের সমাদর, উলঙ্গকে বস্ত্র দান, পিপাসিত ব্যক্তির পিপাসা নিবারণ ইত্যাদি।

প্রশ্নমালাঃ

১. নফল ছাদকার বিধান কি? দলীলসহ উল্লেখ কর।
২. তোমার সৎ ব্যবহার ও দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার সবচাইতে বেশী হক্বদার কারা? দলীলসহ উল্লেখ কর।
৩. এমন তিনটি অবস্থা উল্লেখ কর যেখানে ছাদকা করা উত্তম?
৪. নিকটাত্মীয়দের প্রতি ছাদকা করার ফযীলত বর্ণনা কর।

অধ্যায়ঃ সিয়ামে রামাযান

ইসলামে সিয়ামের মর্যাদাঃ

রমযানের ছিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন ও তার একটি অতি আবশ্যক বিষয়। ইহা কিতাব সুন্নাহ্ ইজমা ত্রিবিধ দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

কোরআন থেকে দলীলঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমনটি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা পরহেযগার হতে পার। (সূরা বাকারা-১৮৩)

হাদীস থেকে দলীলঃ নবী ﷺ এর বাণী, ইসলাম পাঁচটি বিয়য়ের উপর ভিত্তিশীল: -------- এবং রমযানের ছিয়াম পালন করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইজমা থেকে দলীলঃ সমস্ত উম্মতে মুসলিম এবিষয়ে ঐক্যমত যে, ছিয়ামে রামাযান ফরজ এবং তা ইসলামের অন্যতম রুকন।

ছিয়ামের ফযীলতঃ

ইহার মহা ফযীলত রয়েছে। এর বিনিময় অপরিসীম। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেনঃ

(كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى: (إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به)

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশগুন থেকে ৭০০ গুনে উন্নীত করা হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ শুধু মাত্র ছিয়াম এর ব্যতিক্রম। কারণ উহা আমারই জন্য এবং আমিই ইহার প্রতিদান দিব।" (বুখারী ও মুসলিম)। উক্ত ছিয়ামকে আল্লাহ্ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তার সম্মান ও মহাত্ম প্রকাশ করার জন্য। নবী ﷺ আরো বলেনঃ

(إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخله الصائمون يوم القيامة لا يدخل معه أحد غيرهم يقال :أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد)

"জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম ''রাইয়ান'' কিয়ামত দিবসে ছিয়াম ব্রত পালন কারীগণ ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সাথে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবেঃ কোথায় ছিয়াম আদায় কারীগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে (ও তাতে প্রবেশ করবে) তাদের প্রবেশ করা হলে ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না। (মুত্তাফাক আলায়হে)

ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ যা চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ইহা উত্তম ক্ষেত্র যাকে কাজে লাগানো ওয়াজিব। ইহা হাতে গোনা কিছু দিন যা মঙ্গল ও তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ন। ইহা ইবাদত ও আনুগত্যের সুন্দর ক্ষেত্র।

ছিয়াম সংবিধিবদ্ধ করণের রহস্যঃ

ছিয়াম সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছে এজন্যই যে, তাতে রয়েছে, আত্মার পরিশুদ্ধি ও মন্দ আচারণ হতে তাকে পবিত্র করণ। ছিয়াম শরীরে শয়তানের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে ফেলে। উহাতে রয়েছে দুনিয়া ও তার লোভলালসা থেকে নিরুৎসাহিত করণ ও পরকালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। এতে আছে ফকীর মিসকীন এর প্রতি দয়া-দৃষ্টি প্রদর্শন এবং তাদের কষ্ট সম্পর্কে উপলব্ধি করণ। আরো রয়েছে তাতে মুসলিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ভীতির প্রশিক্ষণ।

ছিয়ামের অর্থঃ

ইহার আভিধানিক অর্থ হলঃ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায়: দ্বিতীয় ফজর (সুবহে সাদেক) হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার পানাহার ও যৌন স্প্রিহা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ইবাদত করার নাম হল ছাওম বা ছিয়াম।

কখন সিয়াম ফরজ হয়?

হিজরতের দ্বিতীয় সনে ছিয়ামে রামাযান ফরজ করা হয়েছে। এই ছিয়াম ফরজ হওয়ার পর নবী ﷺ ৯টি রামাযানের ছিয়াম রেখেছিলেন।

ছিয়াম ফরজ হওয়ার শর্তাবলীঃ

১. ইসলামঃ (এই শর্ত দ্বারা কাফের ছিয়ামের আওতাভুক্ত নয়। তাই কাফেরের ছিয়াম শুদ্ধ হবে না, কারণ ছিয়াম হল একটি ইবাদত আর তাতে নিয়ত আবশ্যক।
২. বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়াঃ (এ থেকে নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) বের হয়ে যাবে কারণ সে শরীয়তের বিধিবিধান মানতে বাধ্য নয়। তবে তাকে মুস্তাহাব হিসাবে ছিয়ামের নির্দেশ দিতে হবে যাতে করে উহা তার অভ্যাসে পরিণত হয়।
৩. জ্ঞান বিদ্যমান থাকাঃ এ শর্ত দ্বারা পাগল বের হয়ে যাবে। জ্ঞান লোপ পাওয়ার কারণে সে শরীয়তের বিধিবিধান মানতে বাধ্য নয়।
৪. ছিয়াম পালনে সক্ষম হওয়াঃ এ শর্ত দ্বারা বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থতার জন্য সিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তি বের হয়ে যাবে।
৫. মুকীম অবস্থায় থাকাঃ এ দ্বারা মুসাফির বের হয়ে যাবে।

ছিয়ামের নিয়্যাতঃ

রাত থাকতেই ফরয ছিয়ামের নিয়ত করা ওয়াজিব। অর্থাৎ- মনে মনে স্থীর করবে উহা রামাযানের ছিয়াম, না কাফফারার কিংবা মান্নতের ছিয়াম। দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ

(مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرَ فَلاَ صِيَامَ لَهُ)

"যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে নিয়ত পাকা করবে না তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে না।" (আহমাদ, সুনান চতুষ্টয় ও ইবনু হিব্বান) রাতের প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ ও শেষ ভাগে কোন পার্থক্য নেই (বরং যে কোন ভাগে নিয়ত করলেই হবে) যদি রাতেই ছিয়ামের নিয়ত করে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর জাগ্রত হয় তবে পানাহার থেকে বিরত থাকবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে। ইনশাআল্লাহ

অবশ্য নফলের ক্ষেত্রে যদি ফজর উদিত হওয়ার পর কোন কিছু পানাহার না করে থাকে তবে দিনে নিয়ত করলেও ছিয়াম ছহীহ হয়ে যাবে। । দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ আমার নিকট আগমন করে বললেনঃ তোমাদের নিকট কি (খাবার) কিছু আছে? আমরা বললাম না কিছু নেই। নবী ﷺ বললেনঃ তবে আমি ছিয়াম রাখলাম। (মুসলিম নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রমযান মাস প্রমাণিত হবে নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটির দ্বারাঃ

১. রামাযানের চাঁদ দেখার মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে নতুন চাঁদ দেখবে তার প্রতি ছিয়াম রাখা ওয়াজিব হবে। অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বস্থ একজন ব্যক্তি যদি চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দেয় তবে রামাযান মাস প্রমাণিত হবে।

২. শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করাঃ আর উহা ঐ সময় যখন শাবানের ত্রিশ তারীখের রাতে (উনত্রিশ তারিখ দিবাগত রাতে) বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোন বাধার কারণে চাঁদ দেখা যাবে না। দলীলঃ

(صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ)

"তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ করবে। যদি চাঁদ তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে থাকে তবে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে নিবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

কতিপয় মাসআলাঃ

ক) রামাযানের দিনের বেলায় কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে বা কোন পাগল হুশ ফিরে পায় বা কোন নবালেগ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে কি করতে হবে?

উত্তর: পূর্বে এসব ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয ছিল না। কিন্তু ছিয়াম ফরয হওয়ার কারণ তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে। তাই বলা হবে: তাদের উপর আবশ্যক হল উক্ত দিনের অবশিষ্ট অংশ ছিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করা এবং পরে তার ক্বাযা আদায় করা ও রামাযানের বাকী দিনগুলোর ছিয়াম পালন করা। কিন্তু প্রাধান্যযোগ্য কথা হল, তারা দিনের বাকী অংশ ছিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করবে কিন্তু সে দিনের কোন ক্বাযা আদায় করবে না। আর তাদের উপর আবশ্যক হল রামাযানের অবশিষ্ট দিনগুলোর ছিয়াম পূর্ণ করা।

খ) রামাযানের দিনের বেলায় কোন মুসাফির যদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বা হায়েয-নেফাস বিশিষ্ট মহিলা পবিত্র হয় তবে তারা কি করবে?

উত্তর: রামাযানের দিনের বেলায় এগুলো হল এমন অবস্থা যার মাধ্যমে ছিয়াম পালন করতে বাধাদানকারী বিষয় দুর হয়ে গেছে। তাই বলা হবে: তারা দিনের অবশিষ্ট অংশ ছিয়াম পালন করবে এবং পরে সে দিনের বিনিময়ে একদিন ক্বাযা আদায় করে নিবে। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল, তাদের উপর আবশ্যক হল, শুধু সে দিনের বিনিময়ে একদিন ক্বাযা আদায় করা। ঐদিনের বাকী অংশ ছিয়াম পালন করা নয়। আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা:) বলেন: "যে ব্যক্তি দিনের প্রথম অংশে ইফতার করেছে তথা ছিয়াম রাখে নি, সে দিনের শেষভাগেও সেইভাবে থাকবে অর্থাৎ ছিয়াম রাখবে না। (ইবনু আবী শায়বা) অর্থাৎ- দিনের প্রথমভাগে ছিয়াম পালন না করা যার জন্য বৈধ, শেষভাগেও তার জন্য ছিয়াম পালন না করা বৈধ।

গ) রামাযান মাস শুরু হয়ে গেছে একথা মুসলমানগণ জানতে পারে নি। যখন জেনেছে তখন দিন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তারা কি করবে?

উত্তর: এ অবস্থাটি হল এরকম, একজন মানুষ দুরে কোন স্থান চাঁদ দেখেছে। তারপর দিনের বেলায় এসে ক্বাযীকে সে সংবাদ প্রদান করল এবং সাক্ষ্য দিল যে সে নতুন চাঁদ দেখেছে, তখন ওয়াজিব হবে ছিয়াম পালন করা। দলীল: "(প্রথম যুগে) যখন আশুরার ছিয়াম ওয়াজিব হয়েছিল তখন নবী ﷺ দিনের বেলায় মুসলামনদেরকে খানাপিনা থেকে বিরত থেকে ছিয়াম পালন করার আদেশ করেছিলেন। আর তারাও তা করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম) তবে এক্ষেত্রে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা ফরয ছিয়ামের শর্ত হল ফজরের আগে নিয়ত করা। আর এখানে তা বাস্তবায়ন হয় নি।

প্রশ্নমালাঃ

১. ছিয়ামের ফযীলত উল্লেখ কর।
২. ছিয়াম কখন ফরয করা হয়েছে? ইসলাম ধর্মে ইহার মর্যাদা (অবস্থান) কি রুপ?
৩. ছিয়ামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ কর। উহা সংবিধিবদ্ধ করনের রহস্য কি দলীলসহ উত্তর দাও।
৪. ছিয়াম ওয়াজিব (ফরয) হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।
৫. কিভাবে ছিয়ামের মাস প্রমাণিত হবে?

অধ্যায়ঃ কাযা ছিয়াম

ছিয়াম কাযা করার ক্ষেত্রে যিম্মা মুক্ত হওয়ার জন্য তরান্বিত করা উচিত। তবে দ্বিতীয় রমাযান আসা পর্যন্ত কাযা বিলম্বিত করা যায়। দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমার উপর রমাযানের ছিয়াম বাকী থেকে যেতো। রাসূলের ﷺ খিদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে আমি উহা শাবান মাস ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।" (বুখারী ও মুসলিম) উহা পৃথক পৃথক করে রাখা যায় আবার এক সাথেও রাখা যায়। তবে যদি শাবান মাসের ঐ পরিমাণ দিন থাকে যে পরিমাণ দিন তার উপর কাযা ছিয়াম রযেছে তবে সে ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবেই তাকে ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।

পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত যে ব্যক্তি ক্বাযা আদায়ে বিলম্ব করেছেঃ

উক্ত বিলম্ব যদি ওযর বশত: তথা অসুস্থতা, বা সফর ইত্যাদী কারণে হয়, তবে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। আর যদি ওযর ছাড়া হয় তবে কাযা আদায় করার সাথে সাথে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। শহরে প্রচলিত খাদ্য হতেই খাওয়াতে হবে। আর এই গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করা ওয়াজিব।

যে ব্যক্তি কাযা আদায় না করে মৃত্যু বরণ করল:

যদি ওযর বশত: কাযা আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে তার উপর কিছুই বর্তাবে না। কিন্তু যদি বিনা ওযরে এরূপ করে থাকে এবং নতুন রামাযান আসার পূর্বেই মারা যায়, তবে তার উপরেও কিছু বর্তাবে না। কেননা যে সময় সে মৃত্যু বরণ করে, তার জন্য ঐ মূহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ ছিল। তবে নতুন রামাযান আসার পর যদি মৃত্যু হয়, তবে উক্ত ছিয়ামের কাযা পরিত্যাগ করার কারণে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব। আর তা হল প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া।

যে ব্যক্তি কাফফারা অথবা মান্নতের ছিয়াম রেখে মারা যায়:

যে ব্যক্তি কাফফারার ছিয়াম যেমন, যেহারের কাফফারা, তামাত্তু হজ্জ কারীর কুরবানীর বিকল্প ওয়াজিব ছিয়াম - ইত্যাদী রেখে মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি নযর-মান্নাতের ছিয়াম রেখে ইন্তেকাল করে তার অভিভাবকের জন্য তার পক্ষ থেকে উক্ত ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। দলীলঃ জনৈক মহিলা নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ

أن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم. قال: فصومي عن أمك)

“আমার মাতা মান্নতের ছিয়াম রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে উক্ত ছিয়াম আদায় করতে পারি? নবী ﷺ বললেন, তোমার মাতার উপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তার পক্ষ থেকে উহা আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তবে তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় কর।” (বুখারী, মুসলিম ইবনু মাজা. হাদীসের শব্দ ইবনে মাজা থেকে সংগৃহীত।)

ইবনুল ক্বায়্যেম (রহঃ) বলেনঃ মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুধু মাত্র নযর মান্নতের ছিয়াম রাখা যাবে ফরয ছিয়াম নয়। কেননা ছিয়াম- ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। ছালাতের ন্যায় এতেও কাউকে দায়িত্বশীল করার সুযোগ নেই। (অর্থাৎ কেউ কারো পক্ষ থেকে এই ইবাদত আদায় করতে পারবে না)। কিন্তু মান্নতের ছিয়াম যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়নি বরং বান্দা নিজের উপর আবশ্যক করেছে, এই জন্য রসূল ﷺ উক্ত ছিয়ামকে ঋণের সাথে তুলনা করে তা আদায় কারার আদেশ করেছেন।

প্রশ্ন মালাঃ

১. অন্য রমাযান আসার পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের ছিয়াম কাযা বিলম্বিত করার বিধান কি? দলীল সহ লিখ।
২. অপর রমাযান এসে যাওয়া পর্যন্ত কাযা বিলম্ব করার বিধান কি?
৩. যে ব্যক্তি রামাযানের কাযা বিলম্ব করত মৃত্যু বরন করেছে তার বিধান কি?
৪. মৃতের পক্ষ থেকে কি কাফ্ফারা ও মান্নাতের ছিয়াম আদায় করা যায়? বিস্তারিত ভাবে লিখ।

অধ্যায়ঃ ছিয়ামের মুস্তাহাব ও মাকরুহ্ বিষয় সমূহঃ

ছিয়ামের মুস্তাহাব বিষয় সমূহঃ

১. ছিয়াম পালনকারীর জন্য মুস্তাহাব হল, বেশী বেশী কুরআন পাঠ করা, যিক্র আযকার করা, সাদকা দেয়া, খারাপ কথা হতে যবান হেফাযত করা ইত্যাদি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

(كَانَ رَسولُ الله ﷺ أجْوَدُ النَّاسِ، وكان أجْودُ ما يَكُوْنُ في رمضانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جبريلُ، وكان يلْقاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ منْ رمضانَ فَيُدارِسُهُ القرآنَ فَلَرسولُ الله ﷺ أجودَ بالخَيْرِ من الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

"রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানকারী। আর তিনি বেশী দান করতেন রমাযান মাসে যখন জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরীল (আঃ) তার সাথে রামাযানের প্রতিটি রাত্রে সাক্ষাৎ করতেন এবং নবীকে ﷺ সাথে নিয়ে কুরআন অধ্যায়ন করতেন। এসময় রসূলুল্লাহ ﷺ দানের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বায়ুর গতির চেয়েও বেশী গতিশীল হতেন। (বুখারী)

২. যদি কেউ গালি গালাজ করে তবে তাকে প্রকাশ্যে একথা বলা মাসনূন: (إني صائم) "আমি রোযাদার।" (বুখারী ও মুসলিম।)

৩. ছিয়াম পালন কারীর জন্য সেহরী গ্রহন করা মুস্তাহাব। নবী ﷺ বলেনঃ (تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةٌ) "তোমরা সেহরী খাও। কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. সেহরী বিলম্ব করে খাওয়া এবং ইফতারী তরান্বিত করে খাওয়া সুন্নত। নবী ﷺ বলেনঃ (ما تَــزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا اَخَّرُوْا السَّحُوْرَ وَعَجَّلُوْا الفُطُوْرَ) " আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা দেরীতে সাহুর গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ইফতার করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. টাটকা খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। যদি তা না পাওয়া যায় তবে যে কোন খেজুর দিয়ে ইফতার করা মাসনূন। যদি তাও না মেলে তবে পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। যদি পানিও না পাওয়া যায় তবে সহজলভ্য যে কোন পানাহার দ্বারা ইফতার করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬. ইফতারীর মূহূর্তে দু'আ করা ভাল। দু'আ: (ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ) অর্থাৎ- "পিপাসা দূরভীত হয়েছে শিরা উপশিরা তরুতাজা হয়েছে। আল্লাহ্ চায়তো সওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।" (আবু দাউদ, হাকেম ও বাইহাক্বী)

৭. রোযাদারের জন্য সর্বাবস্থায় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। এতে তার ছিয়ামে কোন প্রভাব পড়বে না। (এর বিপরীত ধারনা অজ্ঞতা মাত্র) আমের বিন রাবীআহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে ছিয়াম অবস্থায় এত অধিক মেসওয়াক করতে দেখেছি, যার গণনা আমি রাখতে পারি নি। (আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৮. ছিয়াম পালন কারীদেরকে ইফতার করানো মাসনূন। নবী ﷺ বলেনঃ

(مَنْ فَطَّرَ صائِماً كَانَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ রোযাদারের রোযার পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। এতে ঐ রোযাদারের ছওয়াব থেকে কিছুই কম করা হবে না। (আহমাদ, নাসাঈ- হাদীস সহীহ)

৯. রামাযানের শেষ দশকে ইত্তেকাফ করা সুন্নত। কারন নবী ﷺ ইহা (প্রতি রামাযানে) স্থায়ী ভাবে করেছেন।

১০. অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী বেশী বেশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা সুন্নাত। বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকের দিকে। আয়শা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছেঃ যখন রামাযানের শেষ দশক প্রবেশ করত তখন নবী সমস্ত রাত জাগতেন, পরিবারকেও জাগাতেন এবং (ইবাদতের) পূর্ণ প্রস্তুতি নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ছিয়াম অবস্থায় যা করা মাকরুহঃ

১. মুখে থুথু একত্রিত করে তা গিলে ফেলা মাকরুহ।

২. কুলি করার জন্য মুখে ও নাক ঝাড়ার জন্য নাকে বেশি করে পানি প্রবেশ করানো মাকরুহ।

৩. বিনা প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ গ্রহন করা মাকরুহ।

৪. কিন্তু ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়ার তিনটি অবস্থা রয়েছে:

ক) চুম্বনের সাথে কোন ধরণের খাহেশাত থাকবে না। যেমন, সন্তানকে বা সফর থেকে আগমন কারীকে চুম্বন করা ইত্যাদি। এধরণের চুম্বনে কোন দোষ নেই।

খ) খাহেশাত (যৌন উত্তেজনা) অনুভব করবে। কিন্তু এ অবস্থায় বীর্যপাত হয়ে ছিয়াম নষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাববে। অনেকে এরূপ অবস্থায় চুম্বন দেয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল তা জায়েয আছে। কেননা "নবী ﷺ ছিয়াম অবস্থায় আলিঙ্গন করতেন এবং ছিয়াম অবস্থায় চুম্বন করতেন।" (বুখারী)

গ) যদি বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এ অবস্থায় চুম্বন করা হারাম হবে। কেননা এর মাধ্যমে তার ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

ছিয়াম পালন কারীর উপর যা ওয়াজিবঃ

মিথ্যা কথা বলা, পর নিন্দা করা, চুগলখোরী (বিভেদ সৃষ্টির জন্য একজনের কথা অন্যকে বলা), গালী গালাজ, অশ্লীল কাজ এগুলো সবই সর্বাবস্থায় এবং বিশেষ করে ছিয়াম অবস্থায় পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা হাদীছে এসেছেঃ

(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি (ছিয়াম অবস্থায়) মিথ্যা, ও তার উপর আমল এবং মূর্খতা ছাড়ল না তার পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নমালাঃ

১. যে ব্যক্তি ওযর বশত অথবা বিনা ওযরে রামাযানের ছিয়াম অন্য রামাযান পর্যন্ত বিলম্বিত করে তার বিধান কি?
২. যে ব্যক্তি ওযর বশত বা বিনা ওযরে রামাযানের কাযা তরক করতঃ মৃত্যু বরন করে তার বিধান কি?
৩. কখন মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখা যথেষ্ট হবে?
৪. ছিয়াম পালন কারীর জন্য কি কি করা মুস্তাহাব? কি কি জিনিস থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব?
৫. ছিয়ামের জন্য কি করা মাকরুহ? ইফতার কালিন কি দুওয়া বলবে?

অধ্যায়ঃ যে সমস্ত ওযরে রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা বৈধঃ

যাদের জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করা বৈধঃ

১. **অসুস্থ ব্যক্তিঃ** ছিয়াম পালনে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অথবা সুস্থ হওয়ার আশায় ঔষধ সেবন করতে বাধ্য হয়।

২. **মুসাফিরঃ** এমন মুসাফির যার জন্য ছালাত কসর বৈধ।
এক্ষেত্রে তাদের (অসুস্থ ও মুসাফির) জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করাই উত্তম এবং সুন্নত সম্মত। তবে উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনে তা গননা করে নিবে (এবং কাযা আদায় করবে)।" (বাকারাঃ ১৮৪)
নবী ﷺ বলেনঃ

(لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)

অর্থাৎ "সফরে ছিয়াম পালন করা নেকীর কাজ নয়।" (মুত্তাফাক্ব আলায়হে)
অবশ্য যদি তারা ছিয়াম রাখে, তবে তা জায়েয আছে।

৩. **ঋতু ও নেফাস বিশিষ্ট মহিলাঃ** এরা ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে কাযা আদায় করবে। ছিয়াম রাখলেও তা শুদ্ধ হবে না। বরং এ অবস্থায় ছিয়াম রাখাই হারাম। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ

(كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)

"আমরা ছিয়ামের কাযা আদায় করার জন্য আদিষ্ট হতাম কিন্তু ছালাতের কাযার জন্য আদিষ্ট হতাম না।" (মুত্তাফাক্ব আলায়হে)

৪. **গর্ভবতী ও বাচ্চাকে দুগ্ধদান কারিনীঃ** ছিয়াম পালন করলে যদি তারা নিজের আত্মার প্রতি ভয় করে অথবা নিজ আত্মা ও বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় তারাও ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে কাযা করবে। আর যদি নিজ সন্তানের উপর শুধু ভয় করে তবে ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে কাযা আদায় করবে। আর সেই সাথে প্রতি দিনের বদলে একজন সিমকীনকে খাদ্য দান করবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"আর যারা ছিয়াম রাখতে অসমর্থ তারা ফিদিয়া দিবে- অর্থাৎ একজন মিসকিনের খাদ্য দিবে।" (বাক্বারাঃ ১৮৪)

৫. ছিয়াম পালনে অক্ষম অতি বৃদ্ধ, অথবা সুস্থ হওয়ার আশা নাই এমন রুগী: এরা ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে দেশে প্রচলিত খাদ্য হতে অর্ধ ছা' খাদ্য প্রদান করবে।

৬. কোন ডুবন্ত অথবা জলন্ত ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে কিংবা জিহাদের জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করার দরকার হলে, তা বৈধ রয়েছে। অবশ্য পরে কাযা আদায় করে নিবে।

- রামাযানে বিনা ওযরে পানাহার করা বা ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। এটি একটি কাবীরা গুনাহ্। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিয়াম ভঙ্গ করে তবে তাকে তাওবা করতে হবে এবং উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।

আবু উমামা আল বাহেলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি: "একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন লোক এল। তারা আমার বাহু ধরে আমাকে নিয়ে একটি কঠিন ভয়ানক পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল। তারা বলল: পাহাড়ে উঠুন। বললাম, আমি পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহযোগিতা করব। তারপর আমি পাহাড়ে উঠলাম। যখন আমি পাহাড়ের চুঁড়ায় পৌঁছলাম এমন সময় বিকট কিছু আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রশ্ন করলাম, কিসের আওয়াজ? তারা বলল, জাহান্নাম বাসীদের চিৎকার। তারপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে চললেন। এমন সময় আমি একদল লোক দেখলাম, যাদেরকে বুকের সামনের হাড়ের সাথে (আংটা দিয়ে) লটকিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের (উভয় ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে) গাল ফেড়ে ফেলা হয়েছে। সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই (ইচ্ছাকৃতভাবে) রোযা ভঙ্গ করে।" (নাসঈ ফি সুনানিল কুবরা)

প্রশ্নমালাঃ

১. কি কি ওযরে রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয।
২. অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য কোনটি করা উত্তম ছিয়াম রাখা না ছিয়াম ভঙ্গ করা? দলীলসহ উল্লেখ কর। যদি তারা ছিয়াম ভঙ্গ করে তবে তাদের জন্য কি করনীয় রয়েছে?
৩. কখন গর্ভবতী ও বাচ্চাকে দুগ্ধদান কারিনী ছিয়াম ভঙ্গ করবে? কখন তারা ছিয়ামের কাযা আদায় করবে। কখন তারা ছিয়াম ভঙ্গ করবে ও কাযা আদায়ের সাথে মিসকিনকেও অন্যদান করবে। শেষক্ত কথা দলীলসহ উল্লেখ কর।
৪. অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে কেউ ছিয়াম আদায় করতে অপারগ হলে তার কি বিধান?
৫. রামাযানে বিনা ওযরে ছিয়াম ভঙ্গ করার বিধান কি?

অধ্যায়ঃ ছিয়াম বিনষ্টকারী বিয়ষ সমূহ

ছিয়াম বিনষ্টকারী বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য জানা ওয়াজিব। যাতে করে তা থেকে বিরত ও সাবধান থাকতে পারে। বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

১. জেনে বুঝে রমাযানের দিবসে পানাহার বা তার বিকল্প কিছু ব্যবহার করা। যেমনঃ খাদ্য জাতীয় স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা অথবা শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো। কিন্তু ইঞ্জেকশন যদি খাদ্য জাতীয় না হয় তবে তা ছিয়াম নষ্ট করবে না। তবে ছিয়াম অবস্থায় তা পরিত্যাগ করাই ভাল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "অতঃপর তোমরা ছিয়াম পুরা কর রাত পর্যন্ত।" (বাকারাঃ ১৮৭)

তবে ভূল বশত: পানাহার করে ফেললে তার উপর কিছুই বর্তাবে না। কারণ রসূল ﷺ বলেন,

(مَنْ نَسِيَ وهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)

"যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় ভূল বশত: পানাহার করে ফেলে, সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২. মুখ ও নাক দিয়ে পেটে কিছু পৌঁছালে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে যদি কোন কিছু অনিচ্ছায় প্রবেশ করে, যেমন মশা বা মাছি। তবে ইহা তার ছিয়ামে কোন প্রভাব ফেলবে না।

যদি মুখের মধ্যে কফ এসে যায় তবে তা গিলে ফেলা হারাম। যদি মুখে না এসেই ভিতরে চলে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই। এমনিভাবে দাঁত বা মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে তা গিলে ফেলবে না।

৩. যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বমণ করে তবে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তবে তার উপর কিছুই বর্তাবে না। রসূল ﷺ বলেন,

(مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ)

"যে ব্যক্তির অনিচ্ছায় বমণ চলে আসে, তার উপর কোন কাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমণ করবে সে যেন কাযা আদায় করে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও আহমাদ)

৪. (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন, চুম্বন, স্পর্শ, দৃষ্টি দেয়া, অথবা হস্ত মৈথুন ইত্যাদী দ্বারা বীর্যবের হওয়া ছিয়াম ভঙ্গের অন্যতম কারন। তবে মযী (লিঙ্গের অগ্রভাগে সাদা আঠাযুক্ত পানি) বের হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি না সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হল এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

৫. ঋতু ও সন্তান প্রসবত্তর রক্ত দেখা দিলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিও উহা পরিলক্ষিত হয় সূর্য ডোবার সামান্য কিছু পূর্বে।

৬. নারী সঙ্গমের দ্বারা ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ স্ত্রী অঙ্গে প্রবেশ করলেই ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে বীর্য পাত হোক বা না হোক।

ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়গুলির কতিপয় শর্তমালাঃ

১. উক্ত ভঙ্গ কারী বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে। ঐ ব্যাপারে মূর্খ থাকলে তার কথা ভিন্ন।

২. উক্ত কাজগুলো স্মরণ থাকাবস্থায় করবে। ভূলে কিছু করে ফেললে কোন অসুবিধা নেই।

৩. স্বইচ্ছায় সম্পাদন করা কোন প্রকার বাধ্যকরণ ছাড়াই।

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ছিয়াম ভঙ্গ কারী কোন বিষয় ভূলে বা অজ্ঞতা বশত: করে ফেলে বা বিনা ইচ্ছায় বা বাধ্যতা মূলক করে ফেলে, তবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভ্রম অথবা ত্রুটি হয়, তবে আমাদেরকে ধৃত করবেন না।" (বাক্বারা - ২৮৬)

নবী ﷺ বলেনঃ

(إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ ،وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ)

"আমার উম্মত থেকে ভূল ভ্রান্তি (অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু করে ফেলা ও কোন জিনিস ভুলে যাওয়া) ও যার উপর যবরদস্তি করা হয় তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ)

আবূ হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে নবী ﷺ বলেনঃ

(مَنْ نَسِيَ وهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)

"যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় ভূল বশত: পানাহার করে ফেলে, সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সেচ্ছায়, স্মরণ থাকাবস্থায় ছিয়াম বিনষ্ট করবে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হল আল্লাহর নিকট তাওবা করা ও উক্ত দিনের কাযা আদায় করা। তবে তার উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব নয়। তবে স্ত্রী সঙ্গমের কথা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে তাকে শক্ত কাফফারা দিতে হবে আর তা হলঃ ১) গোলাম আযাদ করা যদি তা না পারে তবে ২) ধারাবাহিক ভাবে দুই মাস ছিয়াম পালন করবে যদি তাও না পারে তবে ৩) ৬০ জন মিসকীনকে অর্ধ সা পরিমাণ করে খাদ্য দান করবে।

সূর্যাস্ত বা ফজর উদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহঃ

সূর্যাস্তে সন্দেহ থাকলে কোন ছায়েমের জন্য ইফতার করা বৈধ নয়। কেননা আসল তো হল দিন বাকী থাকা। যদি ইফতার করে ফেলে, তারপর জানতে পারে যে সুর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার ফেলেছে, তবে তার ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

অবশ্য ফজর উদিত হয়েছে কিনা এনিয়ে সন্দেহ থাকলেও তার জন্য পানাহার করা বৈধ কারণ রাত বাকী থাকাটাই এক্ষেত্রে আসল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ

"পানাহার করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরের শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা থেকে উদ্ভাসিত না হবে।" (বাক্বারা ঃ ১৮৭) যদি পরে বুঝতে পারে যে সে ফজর উদিত হওয়ার পরও পানাহার করেছে, তবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা অজ্ঞতা বশত: সে এরূপ করেছে।

প্রশ্নমালাঃ

১. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা ভূল বশতঃ রমাযানের দিনের বেলায় পানাহার করে ফেলে তার বিধান কি? (দলীল সহ)
২. এক ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষন করেও পানাহার করল এবং অপর ব্যক্তি সূর্য ডোবার ক্ষেত্রে সন্দেহ করে পানাহার করল। এ উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারন উল্লেখ পূর্বক নির্নয় কর।
৩. ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহের জন্য যে সমস্ত শর্তমালা রযেছে তা কি কি?

অধ্যায়ঃ নফল ছিয়াম

মুস্তাহাব ছিয়ামঃ

১. দাউদ (আ:)এর ছিয়াম হল সর্বোত্তম ছিয়াম। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন এবং একদিন ছিয়াম পরিত্যাগ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২. রমযান মাসের পর উত্তম ছিয়াম হল মুহাররম মাসের ছিয়াম। (মুসলিম)

৩. সব থেকে তাকীদ পূর্ণ ছিয়াম হল মুহার্‌রামের আশূরার ছিয়াম পালন। তবে আশুরার সাথে অর্থাৎ দশই মুহাররমের সাথে ৯ই মুহাররম মিলানো উত্তম। "আশুরার ছিয়াম বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ।" (মুসলিম)

৪. শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখা সুন্নাত। নবী ﷺ বলেনঃ

(من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)

"যে ব্যক্তি রমযানের ছিয়াম রাখার পর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখবে, এটা তার জন্য সমস্ত বছর ছিয়াম রাখার তুল্য হয়ে যাবে।" (মুসলিম)

৫. যিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। এর মধ্যে সব থেকে তাকীদ পূর্ণ ছিয়াম হল ৯ই জিলহজ্ব তথা আরাফার দিন। "এ দিনের ছিয়াম দু'বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ।" (মুসলিম প্রভৃতি)

৬. প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম রাখা উত্তম। তাহল আইয়ামুল বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করা। আবূ যার্‌ (রা:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

(إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشره ، وأربع عشره ، وخمس عشره)

"যদি মাসে তিনটি ছিয়াম রাখ, তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়াম পালন করবে।" (আহমাদ, নাসাঈ ও তিরমিযী)

৭. সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখা। কারণ নবী ﷺ বলেনঃ

(هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين و أحب أن يعرض عملي وأنا صائم)

"এই দু'দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমল সমূহ পেশ করা হয়। আর আমি চাই যে আমার আমল ছিয়াম ব্রত অবস্থায় পেশ করা হোক।" (আহমাদ, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

মাকরুহ্‌ ছিয়ামঃ

১. রজব মাসে ছিয়াম রাখা মাকরুহ। কেননা এটি জাহেলিয়াতের একটি কাজ। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এজন্য রজব পালন কারীদেরকে প্রহার করতেন এবং পানাহারের জন্য বাধ্য করতেন। তিনি বলেনঃ (كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية) "পানাহার কর, কারণ এই মাসকে অন্ধকার যুগের লোকেরা সম্মান করত।" (ইবনো আবী শাইবা)

২. বিশেষ ভাবে জুমআর দিন ছিয়াম রাখা মাকরুহ। কারণ নবী ﷺ বলেনঃ (لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن يصوموا يوما قبله أو يوماً بعده) "তোমাদের কেউ যেন এককভাবে জুমআর দিন ছিয়াম না রাখে। অবশ্য যদি তার আগে অথবা পরের দিন যুক্ত করে ছিয়াম রাখে তবে কোন অসুবিধা নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩. নিছফে শাবানের (শাবনের ১৫ তারিখে) খাস করে ছিয়াম রাখা মাকরুহ। কেননা এই দিন বিশেষভাবে ছিয়াম রাখার কোন দলীল নেই।

৪. এককভাবে শনিবার দিবস ছিয়াম রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে:

ক) বৈধ। যেমন মঙ্গলবার ও বুধবার ছিয়াম রাখা বৈধ। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া একথা বলেছেন।

খ) ফরয না থাকলে নফল ছিয়াম রাখা জায়েয নয়।

গ) জায়েয। কিন্তু এককভাবে নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ- শনিবারের সাথে শুক্রবার অথবা রোববার মিলিয়ে ছিয়াম রাখবে। কেননা নবী ﷺ তাঁর জনৈক স্ত্রীকে বলেছিলেন: "তুমি কি আগামী কাল ছিয়াম রাখবে?" (বুখারী)

৫. রোববার দিবস ছিয়াম পালনের ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে:

ক) এদিন ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। কেননা এদিন হল খৃষ্টানদের ঈদের দিন। এদিন তারা খানাপিনায় ব্যস্ত থাকে। তাই উত্তম হল ছিয়ামের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা করা।

খ) এদিন ছিয়াম পালন করা মাকরূহ। কেননা ছিয়াম এক ধরণের তা'যীম বা সম্মান। আর এ দিনকে খৃষ্টানরা সম্মান করে। তাই তাদের অনুসরণ করা জায়েয নেই।

সার কথা,

মঙ্গলবার ও বুধবার ছিয়াম পালন করা জায়েয। নির্দিষ্টভাবে এদিনগুলো ছিয়াম পালন করা সুন্নাতও নয় মাকরূহও নয়। আর শুক্রবার, শনিবার ও রোববার এককভাবে ছিয়াম পালন করা মাকরূহ। কিন্তু তার সাথে অন্য একদিন মিলিয়ে কোন অসুবিধা নেই। আর সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা সুন্নাত।

হারাম ছিয়ামঃ

১. দুই ঈদের দিন ছিয়াম রাখা হারাম। কারণ হাদীসে এসেছেঃ (نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى) নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২. আইয়ামে তাশরীকের দিন গুলিতে ছিয়াম রাখা হারাম। তবে শুধু ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যে হজ্জে কেরান বা হজ্জে তামাত্তু করতে গিয়ে কুরবানী দিতে সক্ষম হয়নি। দলীল ইবনে

উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) আইয়ামে তাশরীক (তথা যুল হজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখে) ছিয়াম রাখার অনুমতি দেন নি। শুধু তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে (হজ্জের) কুরবানী দিতে অক্ষম। (বুখারী)

৩. সন্দেহের দিন ছিয়াম পালন করা হারাম। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ দিনে ছিয়াম পালন করল সে আবুল কাসেম (নবী ﷺ) এর অবাধ্যতা করল।" (আবূ দাউদ তিরমিযী) এই সন্দেহ পূর্ণ দিন হল শাবানের ৩০ তম দিন। যদি আকাশে বাদল কিংবা বৃষ্টি থাকে। কেউ বলে থাকেন এদিন ছিয়াম পালন করা মাকরূহ। কিন্তু উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে হারাম হওয়াটাই অধিক প্রাধান্যযুক্ত কথা।

ছিয়াম সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়লাঃ

- যদি কোন ব্যক্তি জুনবী (নাপাক) অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, অথবা কোন মহিলা হায়েয ও নেফাস থেকে ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়। তবে এদের সকলে সাহরী গ্রহণ পূর্বক ছিয়াম পালন করবে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর গোসল করবে।
- কোন ব্যক্তি নফল ছিয়ামে প্রবেশ করার পরও তা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজেব নয়, বরং তা ভেঙ্গে দেয়া জায়েয। কেননা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেনঃ "আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু হাদিয়া দেয়া হয়েছে (অপর বর্ণনায়) কিছু রিযিক এসেছে আমাদের নিকট। আমি আপনার জন্য কিছু যুগিয়ে রেখেছি। তিনি ﷺ বললেনঃ উহা কি বস্তু। আমি বললাম হায়েস (এক ধরণের আরবীয় খাদ্য) তিনি ﷺ বললেনঃ আমাকে দাও। আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি খাওয়ার পর বললেনঃ আমি ছিয়াম ব্রত অবস্থায় ছিলাম।" (মুসলিম) তবে ফরয ছিয়াম হলে অবশ্যই তা পুর্ণ করতে হবে।

প্রশ্ন মালাঃ

১) তিন প্রকার মুস্তাহাব ছিয়াম দলীলসহ উল্লেখ কর।

২) নিম্ন বর্ণিত দিন সমূহে ছিয়াম রাখার বিধান উল্লেখ করঃ
৮ই যুল হজ্জ - নিছফে শাবান (শাবানের ১৫ তারিখ)
ঈদের দিন, সোমবার দিন, রজব মাস

৩) কোন ব্যক্তির জন্য ছিয়াম রেখে তা ভঙ্গ করা কি বৈধ? বুঝিয়ে বল।

৪) কোন ব্যক্তি জুনবী অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছে এমতাবস্থায় সে প্রথমে সাহরী খাবে না প্রথমে গোসল করবে?

অধ্যায়ঃ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান ও তার ফযীলত

লাইলাতুল কদরের ফযীলতঃ

এই রাত্রে দু'আ কবূলের অধিক আশা করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে কি আপনি জানেন? লাইলাতুল ক্বদর বা মহিমান্বিত রজনী এক হাজার মাস (এর ইবাদত অপেক্ষা উত্তম)।" (সূরা ক্বদরঃ ৩)

আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত নবীﷺর হাদীসে এসেছে:

(من قام ليلة القدر أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)

"যে ব্যক্তি কদরের রাত্রীর কিয়াম করবে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় তার অতীতের গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বদরের সময়ঃ

উহা রমযানের শেষ দশকের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষভাবে এই দশকের বেজোড় রাতগুলোতে। আর এর মধ্যে অধিক সম্ভাবনাময় রাত হল, সাতাশ তারিখের রাত।

ইহা গোপন রাখার রহস্যঃ

কোন রাতে লাইলাতুল কদর হবে এবিষয়ে রাসূল ﷺ চুড়ান্ত ভাবে কোন ফায়সালা দেননি। এটা এজন্যই করা হয়েছে যাতে করে মুসলমানগন ইবাদতে বেশি বেশি পরিশ্রম করে এবং লাইলাতুল কদর অন্বেষণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। যেমন জুমআর দিনে দুওয়া কবূলের মুহূর্তটি গোপন রাখা হয়েছে। কদরের রাতে এই দুওয়াটি পড়া মুস্তাহাবঃ

(اللهم إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ)

"হে আল্লাহ নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)

প্রশ্নমালাঃ

১. লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা কর।
২. ইহা গোপন রাখার রহস্য কি? জুমআর দিনে দুওয়া কবূলের মূহূর্তটি গোপন রাখার রহস্য কি?
৩. লাইলাতুল কদরে কি দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব?
৪. লাইলাতুল কদর কোন সময়ের সাথে খাস? উহা পাওয়ার সব থেকে আশা পূর্ন সময় কোনটি?

অধ্যায়ঃ ই'তেকাফ

ই'তেকাফের সংজ্ঞাঃ

উহার আভিধানিক অর্থ হলঃ কোন বস্তুর স্থিতিশীলতা ও আবশ্যকতা।

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করা।

উহা সংবিধিবদ্ধ করণের রহস্যঃ

পরহেজগার বান্দার মসজিদে (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) অবস্থান করে নেকীর কাজ করা ও হারাম বর্জন করার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সে আল্লাহকে ভালবাসে, তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। তার কাছেই চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে সওয়াব কামনা করে। বস্তুত ইহা আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্য। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট এই মর্মে আদেশ দিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী, এবং রুকু সেজদা কারীদের জন্য পূত পবিত্র করে রেখ।" (বাকারা-১২৫)

ই'তেকাফের বিধানঃ

ইহা সুন্নত। রসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে নিয়মিত এই ই'তেকাফ করেছেন। তাঁর স্ত্রীগনও তাঁর সাথে ও তাঁর তিরোধানের পর ই'তেকাফ করেছেন। ইহা মান্নত ছাড়া ওয়াজেব নয়। অর্থাৎ কেউ যদি ইহার মান্নত করে তবেই তা ওয়াজেব হবে নতুবা তা সুন্নত হিসাবে গণ্য। দলীল নবী ﷺ বলেনঃ

(من نذر أن يطيع الله فليطعه)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর করবে, সে যেন তার আনুগত্য করে। (বুখারী)

ই'তেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ

উহা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছেঃ

১) ইসলাম

২) নিয়ত

৩) বিবেক সম্পন্ন হওয়া

৪) গোসল ওয়াজেব কারী বিষয় হতে বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا "এবং অপবিত্র অবস্থায় (ছালাতের নিকটবর্তী হবে না) যতক্ষন পর্যন্ত গোসল না করবে। কিন্তু যদি পথ অতিক্রম কর তবে সে কথা ভিন্ন। (নেসা-৪৩)

৫) উহা মসজিদে হতে হবে দলীলঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"এবং যখন তোমরা মসজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় (তখন স্ত্রী সহবাস কর না।) (সূরা বাকারা- ১৮৭)

ই'তেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব বিয়ষঃ

আনুগত্বশীল কাজে ব্যস্ত থাকা এবং অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

ই'তেকাফকারীর জন্য যা বৈধঃ

একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া তার জন্য জায়েয। যেমন পবিত্রতা অর্জন। পানাহার করা (যদি কেউ তা তার নিকট না নিয়ে আসে) পেশাব, পায়খানা, স্ত্রী তাকে যিয়ারত করতে পারে ও তার সাথে কথা বলতে পারে। অন্য যিয়ারতকারীর সাথেও কথপোকথন জায়েয, তবে অতিরিক্ত কথা বলবে না।

যা দ্বারা এ'তেকাফ বাতিল হয়ঃ

১. স্ত্রী মিলন করলে।
২. স্ত্রী লিঙ্গ ব্যতীত আলিঙ্গনের মাধ্যমে বীর্য পাত করলে। (স্বপ্ন দোষ হলে কোন অসুবিধা নেই।
৩. বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে।

রামাযানের শেষ দশক ছাড়া ই'তেকাফ করার বিধানঃ

শরীয়তের বিধিবিধান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি রামাযান ছাড়া অন্য মাসে কাযা ই'তেকাফ ব্যতীত অন্য কোন ই'তেকাফ করেন নি। এমনিভাবে ছাহাবায়ে কেরাম (রা:)ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে কাযা ই'তেকাফ ব্যতীত অন্য কোন ই'তেকাফ করেন নি। আর ওমার বিন খাত্তাব (রা:) যখন নবী ﷺকে তাঁর মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, "তিনি মসজিদুল হারামে একরাত বা একদিন ও একরাত ই'তেকাফ করার মান্নত করেছেন, তখন তিনি তাকে বলেছেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ কর।" (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু এ ব্যাপারটি তিনি ব্যাপক শরীয়তভূক্ত করেন নি। রামাযানের শেষ দশক ব্যতীত অন্য সময় ই'তেকাফ করার কোন বৈশিষ্ট যদি থাকত তবে তিনি মানুষকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত করতেন।

সারকথা, শুধুমাত্র শেষ দশক ছাড়া ই'তেকাফ করা সুন্নাত নয় এবং মানুষকে তা করার জন্য বলাও উচিত নয়। কিন্তু কেউ যদি করেই বসে, তবে ওমর (রা:) হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা তাকে নিষেধ করব না। আর একথাও বলব না যে সে কোন বিদআত করছে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে উত্তম রাসূল ﷺকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। আর তিনি শেষ দশক ছাড়া কোন ই'তেকাফ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। والله أعلم

প্রশ্নমালাঃ

১) ই'তেকাফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বল।
২) ই'তেকাফ সংবিধিবদ্ধ হওয়ার রহস্য কি?
৩) ই'তেকাফের বিধান বল। উহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলি কি কি?
৪) ই'তেকাফ কারীর জন্য মসজিদ হতে বের হওয়ার বিধান কি?
৫) রামাযান ছাড়া অন্য মাসে ই'তেকাফ করার বিধান কি?

সমাপ্ত